ধূপের ধোঁয়ায়

ধূপের ধোঁয়ায়

(নাটিকা)

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আর্য্য সাহিত্য ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
১৩৩৬

প্রকাশক
শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকে]

নাট্যোক্ত চরিত্র

সীতা
ঊর্ম্মিলা
মাণ্ডবী
শ্রুতকীর্ত্তি
—অযোধ্যার রাজবধূ

কুরঙ্গিকা
বিহঙ্গিকা
চঞ্চরীকা
নকুলিকা
—রাজবধূদের প্রধান প্রধান সহচরী

তন্দ্রাবুড়ী
(ওরফে চন্দ্রাবলী)
—সুমিত্রার দাসী

বেত্রবতী
—প্রতিহারিণী

মালিনী, শবরী, ভাণমতী, যবনী শাস্ত্রী।

তরঙ্গিকা
নিপুণিকা
বল্লরীকা

পতঙ্গিকা
সুপর্ণিকা
কপোতিকা
সাগরিকা
আরাত্রিকা
মদনিকা
—পুরবাসিনী তরুণী

দাসী, মালী, চামরধারিণী, করঙ্কবাহিনী, সখীর দল,
বধূনাট্যের দল, যবনীর দল।

এই নাটিকায় রাজবধূদের মাথায় স্বস্তি-মুকুট; পরনে তিল-ফুল বুটিদার ও ভোম্‌রা বুটিদার ও ভাণ্ডীর বুটিদার জরির তের্‌ছা ডুরে। কাণে কর্ণিকা; হাতে 'যবাঙ্কুরী' নামক উৎসর্পী কঙ্কন; গলায় মুক্তার শতাবলী হার; কোমরে কাঞ্চী; পায়ে 'ভ্রমরী' নূপুর।

প্রধান সহচরীদের মাথায় মুক্তার সীমন্তিকা; পরনে জরির তের্‌ছা ডুরে, বুটি নাই। কাণে 'তাল-পত্রী'; হাতে তালী কঙ্কন; পায়ে 'গুঞ্জরী' নূপুর।

তরুণীদের মাথায় মুক্তার একাবলী; পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ী। কাণে চাঁপা; হাতে গুঞ্জাবলী কঙ্কণ; পায়ে নূপুর; গায়ে ফুলের গহনা।

বধূনাট্যের কারো মাথায় চাঁপাই-চূড়ো, কারো জোড়-চামর-খোঁপা, কারো ত্রিধম্মিল্ল, কারো চতুঃশৃঙ্গ, কারো পঞ্চফণা।

বেত্রবতী ও যবনীদের গায়ে কঞ্চুক; কাণে কুণ্ডল।



ধূপের ধোঁয়ায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ, শ্রুতকীর্ত্তির আরাম-ঘর। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান মুক্তকেশী শ্রুতকীর্ত্তি ; প্রধান সহচরী নকুলিকা তাঁর মুক্তকেশে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে। সখীর দল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ; এদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে পদ্মপাতা ; কারো বা ধূপদানী, আবার কারো বা মৃণালের মালা।]

সখীর দল ॥ (গাইছে)

গায়ে সই সইবে না রোদ

শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে !

ধূপের ধোঁয়ায়

জোছনা নিছিয়ে-নেওয়া
নিছনি তোর মুখখানিতে !
দুপুরে দারুণ রোদে
সারীশুক নয়ন মোদে,
হরিণী হারায় দিশা
মরীচিকার হাত-ছানিতে !

ঝাঁঝি সব ঝাঁঝিয়ে গেছে
সায়রে জলের মাঝে,
ঝাঁঝা রোদ মাথার 'পরে
মগজে ঝাঝর বাজে !
ধেয়ে যায় হল্‌কা হাওয়া
হ'ল দায় আরাম পাওয়া
বসুধার বুকের সুধা
ফুরায় রোদের বালাই নিতে !

পলাশের চক্ষু রাঙা
ভ্রমরী ভির্ম্মি গেছে,
দুনিয়ার শুক্‌নো পাতায়
খামোকাই ঘুর লেগেছে !

সারঙের সুর নেমে যায়,
পাপিয়ার তান থেমে যায়,
আকাশের শান্ ঘেমে যায়
চাতক পাখীর কাৎরানিতে !

উশীরের গুচ্ছ কোথা ?
মৃণালের কইরে মালা ?
ঘিরে দে পদ্মপাতায়,—
বাতাসে বিষের জ্বালা ।
দিনে রাত ঘনিয়ে আনো,—
ঘরে আজ চুল শুকানো,—
চামরে ঢুলিয়ে নয়ন
ধূপের ধোয়াঁর আমদানীতে ॥

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ (চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে) তোর ধূপদানী সরিয়ে-নে, নকুলিকা,......কত ধোয়াঁ কল্লি ছাখ্ দেখি, মাথা ধ'রে গেল ।

নকুলিকা ॥ চুল কিন্তু ভিজে রয়েছে......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তা' থাক্, তুই ধূপদানী সরিয়ে-নে,......ধোয়াঁ ক'রেছে ছাখনা, যেন গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিয়েছে ।

নকুলিকা ॥ সাঁজ না হ'তেই সাঁজাল,······কস্থর হয়েছে !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ গ্যাখ্ নকুলিকা ! ···

নকুলিকা ॥ এরা সব যে হুক্কা-হুয়ার দোহার্কী সুরু ক'রেছে··· ···আমি বলি সন্ধ্যেই বা হ'ল, ...অযোধ্যায় আজকাল দিন-তুপুরে শেয়াল-রাগিনী শোনা যাচ্ছে !... ..সম্রাট বশিষ্ঠা-শ্রমে গিয়ে অবধি এমনি অরাজকই হয়েছে বটে !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নকুলিকা ! .....সব সময়ে নকল ভালো লাগে না ।

নকুলিকা ॥ আসল মানুষকে ডাক্‌ব নাকি ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আবার !......

নকুলিকা ॥ আবার কই ?..... এই তো প্রথম বার ।......না, না, থুড়ি, ভুল হয়েছে......দ্বিতীয় বার। তা' আমার উপর চোখ পাকালে কি হবে ? আমি আর কি কর্‌ব বল ? তুপুর রোদ্দুরে, তিন দেউড়ী পার হ'য়ে, চিঠি নিয়ে দৌড়-পাড়াপাড়ি কল্লুম,—তোমার তাঁকে বল্লুম,—চিঠি জরুরি, জবাব চাই। তিনি তখন নিজের তৈরী শত্রুঞ্জয় খেলার ছক পেতে বসেছেন,—খেলাতেই মত্ত, ঘাড় না তুলেই বলা হ'ল, 'তুমি যখন পত্রবাহক তখন চিঠি যে জরুর-ই, তা বুঝ্‌তে পেরেছি ; কিন্তু জবাব'—এই পর্য্যন্ত ব'লেই ভুরু কুঁচ্‌কে বাতাসের গায়ে আল্‌পনা দিতে লাগ্‌লেন। আমি প্রহর খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ'লে এলুম ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ উঃ পুরুষ মানুষ কি হৃদয়হীন !—কি স্বার্থপর ! খেলায়

মত্ত—চিঠির জবাব দেবার অবসর নেই!—একটু দায়িত্ব-জ্ঞানও কি নেই? সম্রাট নগরের বাইরে, ধূমকেতুর দোষদৃষ্টি কাটাবার জন্যে কুলগুরুর আশ্রমে স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত,—এদিকে এঁরা চার ভায়ে পাঁচ-পরের ভরসায় দুর্গ ছেড়ে কোথায় যে চলেছেন, তা তাঁরাই জানেন, আর ধর্ম্মই জানেন।

নকুলিকা॥ (ছোটো গলায়) মন্দ কি? নতুনতর বন্দোবস্ত, রাজা অমঙ্গলকে রাজ্য থেকে তাড়াবার চেষ্টা কর্‌ছেন!—রাজপুত্তুররা তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আন্‌ছেন! অমঙ্গল-বেচারারই মুস্কিল! কার কথা রাখে বল দেখি!

শ্রুতকীর্ত্তি॥ সঙ্গে নিয়ে যেতে বল্লুম, তা' তো হ'লই না; এমন কি কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে তা'ও বলা হ'ল না; লুকোনো হ'ল।

নকুলিকা॥ কোথাও লড়াই বাধ্‌ল না তো?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ উহুঁ, লড়াই বাধ্‌লে সে কথা চাপা থাক্‌ত না,—চারদিকে সাজ-সাজ প'ড়ে যেত।

নকুলিকা॥ তবে? মৃগয়া?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ উহুঁ, সে কথা ঢেকে রাখত না……

নকুলিকা॥ তবে? আবার বিয়ে নাকি?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ বিচিত্র কি?

নকুলিকা॥ চার ভায়ের এক সঙ্গে?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ হ'তে পারে,—আমাদের বেলা কি হয়েছিল?

নকুলিকা ॥ না, না, তা'ও কখনো হয়, এত প্রণয় ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ খুব হয় নকুলিকা, তুই পুরুষ মানুষকে চিনিস-নি, ওরা সাপের সঙ্গেও ভাব রাখে, আবার ব্যাঙের সঙ্গেও ভাব রাখে । তলারও কুড়োয়, গাছেরও পাড়ে ।

নকুলিকা ॥ আমার তো তা মনে হয় না ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আচ্ছা তোর কি মনে হয় ঠিক কোরে বল্ দেখি ।

নকুলিকা ॥ আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মন গানের কলির মতন, কখনো ফাঁকের দিকে গড়ায়, কখনো বা সমের দিকে ঝোঁকে । ভয়ের কোনো কারণ নেই,······ফাঁকের পর থেকে দ্বিগুণ ঝোঁকে সমের ঘরেই ফিরে আস্‌বে ।······পুরুষ মানুষ······একটু ফাঁকা ভালোবাসে,······মাঝে মাঝে একটু ফাঁকে না যেতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠে । ওরা পাখীর জাত··· ···হক-না-হক্ উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ হুঁ, পুরুষ মানুষ পাখীর জাত, ওদের সব ফুর্ত্তির প্রাণ ; আর মেয়েমানুষ কুনো বেড়াল, কোণ থেকে নড়তে নেই । (পরিক্রমণ)

নকুলিকা ॥ (ছোট গলায়) না, মাথা বিগড়েছে দেখ্‌ছি, গোড়ে গোড় দিয়ে দেখা যাক্ ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আমাদের যেন প্রাণ হাঁপায় না, আমাদের ফাঁকায় যাবার দরকার হয় না, যত জোয়ার-ভাঁটা ওঁদের প্রাণে ; আমাদের একটানা গঙ্গা, কেবল ঘর আর ঘর ।

নকুলিকা ॥ যা বলেছ আমাদের খালি আরসুলা, টিক্‌টিকি আর মাকোষার সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেসি কোরে ঐ ঘর কাম্‌ড়েই থাকৃতে হয়। ...

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই......

নকুলিকা ॥ ফুর্ত্তি নেই......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ ফুর্ত্তি শুধু ওঁদের,—

নকুলিকা ॥ আর আমরা কেবল ছার পোকার মতন বাড়ী কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌তে জন্মেছি।

(গান)

নকুলিকা ॥ তফাৎ করিয়া খাসা ওঁরা দূরে চ'লে যান,
সখীর দল ॥ আমরা বসিয়া থাকি আল্‌তো!
নকুলিকা ॥ ত্বনিয়াতে ওঁদেরি যা ফুর্ত্তির প্রাণ, সই,
আমরা এসেছি ভেসে, ফাল্‌তো!
সখীর দল ॥ মিছাই পরেছি পায়ে আল্‌তা,
নকুলিকা ॥ মিছাই রেঁধেছি গুড় চাল্‌তা!
সখীর দল ॥ নাল্‌তে ভিজায়ে রাতে,
মিছে ছেঁকে দিই প্রাতে,
নকুলিকা ॥ পোঁছে নাকো তবু আজ কাল তো।
সখীর দল ॥ ওঁরা সব মর্দ্দ—ফুর্ত্তির ফর্দ্দ লম্বা,
নকুলিকা ॥ আমাদের বেলা শুধু রম্ভা।

সখীর দল ॥ অথচ না হ'লে নারী
দিন চলা হ'ত ভারি,
নকুলিকা ॥ হেঁশেলেতে কে উনুন্ জ্বাল্‌তো ?

সখীর দল ॥ অবলা বলিয়া সই সইরে,
এত অপমান জ্বালা সইরে !
নকুলিকা ॥ নাহি বাঁচি নাহি মরি,
জাঁকড়ে জীবন ধরি,
কি হবে উপায় হায় বল্ তা,

সখীর দল ॥ সাথে যেতে কর যদি বায়না,
আর্‌জিটা কাণে পৌঁছায় না,
ভালোবাসা ছিল মিঠে
গোড়াতে পায়েস পিঠে,
নকুলিকা ॥ শেষে কিনা আথুথুথু ! পল্‌তা !

সখীর দল ॥ আরস্বুলা-টিক্‌টিকি রঙ্গে,
কোণ নিয়ে থাকো নারী সঙ্গে,
অশ্বমেধের ঘোড়া
বাইরে ফেরেন ওঁরা,
নকুলিকা ॥ হাঁৎড়ে না মেলে হালচাল্ তো !

সখীর দল ॥ চ'লে যায় পায় পায় পায় রে !
হায় সখী হায় হায় হায় রে !
অবাক্ নয়নে চাই,
ছায়া কায়া ঠাঁই ঠাঁই,
(যেন) খ'সে পড়ে নারকেল-বাল্‌তো !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নাঃ, কিছুই ভালো লাগ্‌ছে না।......নকুলিকা, পাল্কী তৈরী করতে বল্......দিদির মহলে যাব।

নকুলিকা ॥ রোসো, রোসো, মেলাই পায়ের শব্দ পাচ্ছি,...... কারা আস্‌ছে !......(এগিয়ে) ·····আর পাল্কী ব'লে কি হবে ? তিনি নিজেই আস্‌ছেন।

[সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ]

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ বা !······দিদি !......তুমি .....তোমরা !......এস, এস, ······বেশ ! ......এই আমি তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলুম।

সীতা ॥ কেন, শ্রুতি, মন টিঁক্‌ছে না বুঝি ?......এরি মধ্যে ঘর ফাঁকা ঠেক্‌ছে ? ······তুই হাসালি বোন, এখনো যে ওরা দুর্গের বাইরেও যায়-নি।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না দিদি ঠিক তা নয়······

সীতা ॥ তবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শো আছে,......আচ্ছা,

দিনে দিনে এ সব কি ঘটছে ?··· · এগুলো কি সব উচিত হচ্ছে ?

সীতা ॥ কী গুলো ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ এইযে আমাদের কাছে লুকিয়ে কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে······

সীতা ॥ তা' গেলই বা.. ...ঘুরে আসুক, চার ভাইয়ে তো প্রায় একঠাঁই হবার সুযোগ হয় না,······আশ মিটিয়ে বেড়িয়ে নিক,······আমরাও চার বোনে মনের আশ মিটিয়ে গল্প গুজব ক'রে নিই, কবে আবার নন্দীগ্রামে চ'লে যাবি।······আবার কবে দ্যাখা শুনো হবে তার ঠিক কি ? যে ক'দিন আছিস্ সে কটাদিন চার বোনে মিলে আযোধ্যাকে মিথিলা ক'রে তোলা যাবে, কি বলিস্ ?

(শ্রুতকীর্ত্তি নিরুত্তর)

চুপ ক'রে রইলি যে ?······ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব, আর আমাদের বোনে বোনে বুঝি আড়ি ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না দিদি আমার এ লুকোচুরি ভালো ঠেক্‌ছে না,··· ···দশবচ্ছর হোলো বিয়ে হয়েছে, এমন ভাব তো কখনো দেখিনি, আগে তো এ রকম ছিল না।

মাণ্ডবী ॥ ধূমকেতু লো ধূমকেতু, এ-সব ধূমকেতু ওঠার ফল,—এই মধুমাসে অসহ্য গ্রীষ্ম,······

ঊর্ম্মিলা ॥ আর এই মধুর দাম্পত্য জীবনে তার চেয়েও অসহ্য সংশয়ের গুমোট্......

মাণ্ডবী ॥ 'রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা'...... শ্রুতি, ভালো চাস্ তো একটা মরকত-মণি ধারণ কর্, ও কেতুও যে ধূমকেতুও সে।

ঊর্ম্মিলা ॥ অশ্বগন্ধার মূল ধারণ কর্‌লেও হয়, আস্তাবলের বাগান থেকে আনিয়ে-নে না।

মাণ্ডবী ॥ আস্তাবলের বাগান কেন ?

ঊর্ম্মিলা। আস্তাবল নইলে অশ্বগন্ধা পাবে কোথায় ?

সীতা ॥ ক্ষ্যাপাকে আর ক্ষ্যাপাস্-নি বোন, ক্ষমা দে।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না দিদি ক্ষ্যাপা নয়, ...আমি স্পষ্ট কথা চাই,...... সঙ্গে নিয়ে না যায় বেশ, নিয়ে যেতে হবে না,......চাই-নি যেতে ; কিন্তু, কোথায় যাওয়া হবে, তা' বল্‌বে না কেন ?

সীতা ॥ তুই কি সন্দেহ করিস্, শ্রুতি ?......আমি করিনি,...... কর্‌লে বাঁচতুম না।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, ঠিক সন্দেহ নয়।......তবে কি জানো,...... এ কি-রকম জানো,......এ যেন নিজের অধিকার-থেকে বঞ্চিত হওয়া।......আচ্ছা, ব'লে গেলে কি হয় ?...... আমরা কি যাওয়া কেড়ে নেব ?

সীতা ॥ রাজবংশের মেয়ে হ'য়ে তুই এই কথাটা বল্‌লি, শ্রুতি ?... জানিস্-নে ?......রাজবংশে যাদের জন্ম তাদের কত বিষয়ে

সাবধান হয়ে চল্‌তে হয় ?……দুদিন পরে রাজ্যের ভার যাদের মাথায় নিতে হবে, মন্ত্র-গুপ্তি তাদের সাধনার সামগ্রী ……সব কথা জানিয়েই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আমি অতশত বুঝতে চাইনে,…… স্ত্রী তো স্বামীর ছায়া,……হাঁ কি না, স্ত্রী সর্ব্বদা ছায়ার মতন স্বামীর অনুগামিনী হবে, আমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন ?……তুমিই বলো,……হয় বল শাস্ত্রের এ কথা ভুয়ো, নয় তো……

মাণ্ডবী ॥ নয় তো, আর কি ? চল, সবাই মিলে ওদের রথের অনুগমন করি অর্থাৎ কি না পিছন পিছন ধাওয়া করি……

উর্ম্মিলা ॥ যদি ওরা ঘোড়ায় চ'ড়ে যাত্রা করে ? ……

মাণ্ডবী ॥ তবে ঘোড়ার ল্যাজ ধ'রে সটান ঝুলে পড়ি,……অনুগমন তো করতে হবে !……

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ যাওঃ,……আমি সে কথা বল্‌ছি-নে।

সীতা ॥ তবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কোথায় যাওয়া হচ্ছে, অন্তত, সেইটে জান্‌তে হবে,…

সীতা ॥ কি ক'রে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ ফের চিঠি লিখে।

সীতা ॥ বেশ, লেখো।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ সবাই মিলে, … চার বোনে।

সীতা ॥ আমার অত কৌতূহল নেই, তোমরা লেখো ।……

ঊর্মিলা ॥ দিদি না লিখলে আমিও লিখব না ।

মাণ্ডবী ॥ আমিও না ।

শ্রুতকীর্তি ॥ এই ত্যাখো, দিদি, তুমি না লিখলে কিচ্ছু হবে না ;…
…নারীর ন্যায্য অধিকার দাবী করবার লোকের অভাবে
মাঠে মারা যাবে !

সীতা ॥ তুই আলালি …..কি লিখতে হবে, শুনি ?

শ্রুতকীর্তি ॥ লিখে দাও না যা' ভাল হয়, তুমি তো বেশ গুছিয়ে লিখতে পারো, লিখে দাও না দু'কলম ।

সীতা ॥ না, না, তুই বল্ ।

শ্রুতকীর্তি ॥ ঐ ….ঐকথা……সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল না,…
…কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা'ও বলা হ'ল না । অতএব……

[illegible] ॥ অতএব…..

তোমাদের সঙ্গে আড়ি !
আমরা রইলুম বাড়ি !
আমরা রাঁধব, আমরা বাড়ব,
আমরা খাব পায়েস ।
[illegible] ঘণ্টার চোদ্দ ঘণ্টা
ঘুমিয়ে করব আয়েস !

[illegible] ॥ [illegible] তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তোমরা [illegible] শিখেছ । আমি চল্লুম আর্য্যা সুমিত্রার কাছে ।

[?]তা ॥ না, না, তাঁকে আর জ্বালাস্‌-নে। আমার মহলে চল্‌, সেইখানে গিয়ে চিঠি চাপাটি যা মন চায় তাই হবে।

মাণ্ডবী ও ঊর্ম্মিলা ॥ আমি চাপাটি চাই,...চিঠি চাই-নে,... আমি চাপাটির দলে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মেয়ে-মহলের দেউড়ী ; চন্দন কাঠের প্রকাণ্ড ফটক ভেজানো রয়েছে, ফটকের গায়ে নক্সার সূর্য্যমুখী ফুলগুলির ঠিক মাঝে মাঝে মানানসই লোহার গুলো ; কাটা দরজাটা ঈষৎ খোলা ; বেত হাতে বেত্রবতী পায়চারি করছে।]

বেত্রবতী ॥ (থস্‌থসের চৌকো পাখার বাতাস খেতে খেতে) দেড় ঘটি আঁব-পোড়ার সরবৎ, আড়াই ঘটি মিছরির পানা, আর ঘড়াটাক সরযূর জল!.. ...উদরের কোন্‌ কি দিয়ে ঠেকে উবে গেল, তা' ঠিক ধরতে পারলুম না।...কষ্ট ক'রে মুখে ঢাল্‌লুম এইটুকুই মনে আছে,... আর মনে আছে ঢক্‌-ঢক্‌ বক্‌-বক্‌ শব্দ!... ...উঃ, আগুন! বিধাতা-পুরুষ পবন দেবকে বরখাস্ত কোরে তার জায়গায়

অগ্নিদেবকে বাহাল কর্‌লেন নাকি !······বসন্তোৎসবের আগেই এমন দুরন্ত গরম তো জন্মে কখনো দেখি-নি ? ······যে দিন থেকে ঝাঁটা-কাঁটা ধূমকেতুটা উঠেছে সেইদিন থেকেই এই অগ্নিবৃষ্টি সুরু হয়েছে !······সূয্যি গ'লে আগুনের পানা তৈরী হচ্ছে, উঃ আগুন !

(হাতে চোখ ঢেকে উপবেশন ও তন্দ্রাবেশ)

নেপথ্যে ॥ হা-আ,······ বেম্মোতলায় আগুন লেগেছে !······পায়ের তেলোয় ফোস্কা !····· ম'রে গেলুম মা,······সারা হ'য়ে গেলুম !

[কাটা দরজার ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে তন্দ্রাবুড়ির প্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আ-আঃ, ঠাঁইটে বেশ ঠাণ্ডা রে, অন্ধকার কিনা, শ্যাঁতা,······একটু জিরিয়ে নিই মা, জুড়িয়ে নিই,······ আহা-হা-হা কাকাল্‌······দরদ্‌······(বেত্রবতীর স্কন্ধে উপবেশন)

বেত্রবতী ॥ (চম্‌কে উঠে) কি এ ?······অ্যা······কে এ ?······ রাম, রাম, নেবে বস না,······ঘাড়ের উপর বসবার জায়গা ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ অ !—মা অন্ধকারে দেখতে পাইনি,—আমি বলি মোড়াটা !······কে ? অ !—মা ! বেতন্ত দিদি !

বেত্রবতী ॥ আর বেতন্ত দিদি,······দুরন্ত গরমের চোটে নিতান্ত কাহিল অবস্থায় এক পাশে প'ড়ে আছি আর !······বলি যাওয়া হয়েছিল কোথা ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আর কোথা ?......ঐ নক্থনের হোতায় ; ......খেয়ে উঠে সবে পানটি মুখে দিইছি,.....সুমিত্তিরে রাণীর হুকুম হ'ল ...যা' রাম-নক্থনকে নিম্মাল্যি দিয়ে আয়, দিয়ে এলুম,......যাত্রা ক'রে বেরিয়েছে, আর তো ঘর ঢুক্বে না, দিয়ে এলুম,......এসে সবে গা গড়াবার গোছ্ করিছি আবার ডাক পড়্ল......কি সমাচার ? না, হাঁতির দাঁতের গাছ-কৌটোয় ভূজ্জিপাতার লেখন আছে,..... যা', রাম-নক্থনকে দিয়ে আয়,......পঞ্চাশটে দাসী রয়েছে,...... তা' আর কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না,......আমাকেই নিয়ে যেতে হবে,......তা কি কম্ব ? .....রাজার রাণী... ...মুখ ফুটে বল্লে,......ঠেল্তে পারিনে।..... কৌটো বার করলুম,......খুলে দেখি অ-মা দুখানা লেখন,......কোন-খানা নিই—কোন্খানা থুই, বিষম ফাঁপর, ... সুধুতে গেলুম,......তা' রাণী তখন পূজোয় ব'সেছে, ...কারে সুধুই কি করি ? . ...তা কৌটোসুদ্ধই নিয়ে গেলুম।

বেত্রবতী ॥ তা বেশ ক'রেছ......বুদ্ধির কাজই ক'রেছ।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তা' আর বল্তে ! নইলে কি আবার টানা-পোড়েন করব নাকি......সাতমহল মাড়িয়ে ?......এই রোদ্দুরে ?

বেত্রবতী ॥ তা বই কি, তাতে এই বুড়ো বয়েস......

তন্দ্রাবুড়ী ॥ (গলা খাঁকার দিয়ে) না বেতন্ত দিদি, আমি বুড়ো হইনি, আমায় রোগে ক'রেছে। তা' যা' বল্ছিলুম,

......তেতেপুড়ে কৌটোসুদ্ধ নক্‌থনকে তো দিলুম,...... সে আবার কৌটো খু'লে দু'খানা চিঠিই রামকে দিলে ..... দুজনে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে পড়্‌লে......তারপর কি বলাবলি কর্‌লে, ক'রে ট'রে অ-মা ! শেষে আমার উপর তম্বি ! তা' বাছা তম্বি কর্‌লে কি হবে ?......বলে—

কোন্ হাঁড়ির কি বৃত্তান্ত।
আমি কি জানি তপ্ত পান্ত॥

তা' যা' বল্‌ছিলুম, মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে, একখান লেখন কৌটোয় ভ'রে নক্‌থন কৌটোটা ফেরৎ পাঠালে,...... তাই নিয়ে যাচ্ছি।

বেত্রবতী॥ তা নিয়ে যাবে বইকি,......নিয়ে যাবে না তো কি ফেলে দেবে,......গরীব লোক, গায়ের রাগ গায়েই মার্‌তে হবে।

তন্দ্রাবুড়ী॥ ঐ গায়ের রাগ গায়ে মেরেই তো চুলগুলো সব অসময়ে শোণের নুড়ি হ'য়ে গেল, ...তা যা বল্‌ছিলুম মা, ... দোষ কল্লে সুমিত্তিরে রাণী, আমি খেলুম চোখ-রাঙানি। ......তোমরা রাজার রাণী রাজার ঝি লেখাপড়া জানো, লেখন চিনে আমায় হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে পূজোয় বস্‌লেই তো হ'ত, ...অ্যাঁ......আবার তাও বলি বাছা, ...সুমিত্তিরেরই বা অপরাধ কি ?......ওর কি আর মাথার ঠিক আছে না মনের ঠিক আছে ?......রাজা গেলেন দেশ ভেরমনে, [illegible] গেলেন কে না পাটরাণী

কৌশল্যে, ...তা যা পাটরাণী, যাবে না, যাক্।...... আর গেলেন কে না নাটের রাণী কেকই, নইলে যে তিনি গোঁসা ঘরে ঢুক্‌বেন।......তিন রাণীর মধ্যে দুজন গেলেন রাজার সঙ্গে,......কেন আরেকজন কি যেতে জানেনা? ......সুমিত্তিরে নেহাৎ ভালোমানুষ .....মুখ ফুটে কোনো কিছুই বলেনা, তাই যত হেনস্তা তাকে;......সে একলাটি প'ড়ে রইল; নইলে বাড়ী আগ্‌লাবে কে? বউদের সব চরাবে কে? ঘরে সন্ধ্যে দেবে কে?......বলি এতে কি আর মান্‌ষের মনের ঠিক্ থাকে? রাজা আমাদের বুড়ো হ'তে বসেছেন, কিন্তু একচোখোমি ঘুচ্‌ল না।

বেত্রবতী॥ রাজা-রাজড়ার কাণ্ড!......আমাদের ও-সব কথায় কাজ কি আয়ি।

তন্দ্রাবুড়ী॥ না, তাই বল্‌ছি,......বলি নক্‌খন আমার ওপর রাগ কর্‌লে কিনা।......আমি ওরে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি,.... ওর মা সুমিত্তিরে, তারে হ'তে দেখ্‌লুম, ...মানুষ কর্‌লুম, ...আমার ওপর তম্বি কর্‌লে, ... তা করুক্!

বেত্রবতী॥ তুমি রাগ করনি তো?

তন্দ্রাবুড়ী॥ তা কি পারি বেতস্ত দিদি? ওদের অকল্যেণ হবে যে? সুমিত্তিরের ক্ষুদ্ কুঁড়ো নক্‌খন, শিবরাত্তিরের সোল্‌তে, আঁধার ঘরের মাণিক, ওদের দুটিকে নিয়ে সুমিত্তিরে

সংসারী হয়েছে, ওদের ওপর আমি রাগ কর্‌ব? (গালে মুখে চড়াতে চড়াতে) আরে আমার কপাল! আরে আমার কপাল!

বেত্রবতী॥ না, না, আমিও তো তাই বল্‌ছিলুম, তুমি কি রাগ্‌তে পার!......বলি হ্যাঁ আয়ি, তোমার গাম্‌ছায় কি?

তন্দ্রাবুড়ী॥ অ-মা! ও সেই কোটোটা আর কটা কাঁচা বেল, ...বড় দেউড়ীর দারোয়ানেরা পাড়্‌ছিল কি না, ... তাই......চেয়ে আন্‌লুম,......কাঁচা বেল,......পুড়িয়ে খাব।

বেত্রবতী॥ তা' বেশ ক'রেছ; এখন আমাদের বেল-পোড়াই আহার, আর তামাক-পোড়াই বাহার।

তন্দ্রাবুড়ী॥ (আপন মনে) দেখ্‌লুম ঠাউরে ঠাউরে গোটাকতক বেল পেকেছে, তা'......

[নকুলিকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ]

নকুলিকা॥ পেকেছে তো পেকেছে, বেল পাক্‌লে কাগের কি?

তন্দ্রাবুড়ী॥ কে লা?......নকুলি বুঝি,......তুই বড় নকুলে, ...তা' হ্যাঁলা, আমি কি কাগ?

নকুলিকা॥ ষাট্‌! তুমি কাগ হ'তে যাবে কেন? তুমি হ'চ্ছ "কাগভূষণ্ডির কাকী, কাকাতুয়া পাখী!"......তন্দ্রা আয়ি, কই, আজকে আমায় পান দিলে না?

তন্দ্রাবুড়ী॥ ওলো আমার নাম তন্দরা নয়, তন্দরা নয়, আমার নাম চন্দরা, আকাশের চাঁদ......বুঝেছিস্‌?

নকুলিকা ॥ তবে যে সবাই তন্দ্রাবুড়ী বলে ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তা' বুঝি জানিস্-নে—

(সুরে)

এই, বয়স যখন তিনকুড়ি সাত
ফোক্‌লা দাঁতের কল্যাণে,
তখন, চন্দ্রাবলীই তন্দ্রাবুড়ী

নকুলিকা ॥ গঙ্গাপ্রাপ্তি সজ্ঞানে !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ যখন, সদাই ঢোলে দু'চক্ষু

নকুলিকা ॥ ভুঁয়ে, না গড়াতেই ঘড়র্ ফুঃ !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তখন, নতুন নতুন আখ্যা নিতুই
নাৎনী-নাতির ব্যাখ্যানে ।

নকুলিকা ॥ তা বাপু, নাৎনী নাতির দোষ কি ?......সব বয়সে মানায়, সকল বয়সে মানে হয়, তাকেই তো বলি নাম। বাপ-মায়ে সে রকম নাম রাখে না কেন ? তা রাখা হয় না ; নাম কি ? না কুসুমিকা, অরুণিকা, মদনমোহিনী। কুসুমিকা যখন বোঁটাসারিকা তখনো কুসুমিকা ! অরুণিকা যখন আম্‌সী-গালিকা তখনো অরুণিকা ! মদনমোহিনী যখন যমদূতেরও মন মোহন কর্‌তে পারেন কিনা সন্দেহ, তখনো নাম জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌তে বাধ্য হবেন সেই মদনমোহিনী !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ এত রঙ্গও জানিস্ তুই !

নকুলিকা ॥ রঙ্গ ?······কই, ঠোঁটে একটুও রং নেই, ······তুমি পান দিলে না, তন্দ্রাবুড়ী !

কুরঙ্গিকা ॥ খবরদার আয়ি ! ওকে দিয়ো না, তোমায় বুড়ী বলেছে ।

নকুলিকা ॥ থুড়ি, তন্দ্রাবুড়ী নয়, তন্দ্রা আয়ি, ······না, না, চন্দ্রা আয়ি,······এইবার দাও ।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তুই সেই পানের গানটা বল্, নইলে দেব না ।

নকুলিকা ॥ তুমি দাও আগে······

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তুমি গাও আগে······

নকুলিকা ॥ (হাত পাতিয়া) আচ্ছা ডান হাত বাঁ হাত······

কুরঙ্গিকা ॥ আচ্ছা, আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি ; তুমি তান ছাড়, আর তুমি পান ছাড়, হাঁ !······এইবার বিচারকের বেতন ······হাঁ !

নকুলিকা ॥ (পানের খিলি হাতে নিয়ে)

(গান)

পাহাড়ে ছিল এলাচ, লঙ্গ পার-ঘাটে !

কুরঙ্গিকা ॥ লাল্‌চে রাঙা ঠোঁটের জুট্‌ল এক হাটে !

নকুলিকা ॥ ছিল যে চূণ ভাঁটিতে,—

কুরঙ্গিকা ॥ খয়েরের বাগানটিতে,—

উভয়ে ॥ সুপারির সঙ্গে তারাও ফন্দী কি আঁটে !

নকুলিকা ॥ মিলে শেষ পান-খিলিতে,—

কুরঙ্গিকা ॥ রূপসীর বালাই নিতে,—

উভয়ে ॥ লিখে ছায় রঙীন লেখা হাসির কপাটে !

নকুলিকা ॥ মধুরে মধুর ক'রে

কুরঙ্গিকা ॥ সুবাসে ছায় রে ভ'রে

উভয়ে ॥ মিঠে-ঝাল কি মন্তরে নাচায় একনাটে !

কুরঙ্গিকা ॥ তুই যাবি, না, আয়ির সঙ্গে সারাদিন রঙ্গ কর্‌বি ?... বেলা গড়িয়ে গেল......এর পর গেলে কুমারদের সঙ্গে ছাখাও হবে না, ...চিঠিও দেওয়া হবে না। ......তিন দেউড়ী পার হ'য়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

নকুলিকা ॥ রোস্ না ভাই, একটু জিরোই, ...আমার বড্ড গা' টিস্‌টিস্ কর্‌ছে।

কুরঙ্গিকা ॥ অ! বটে! আমারও বড্ড হাত নিস্‌পিস্ কর্‌ছে। (কিল)

নকুলিকা ॥ যা' না,......ছাখ্, রাগালে কিন্তু এখ্‌খুনি গালাগালি কর্‌ব.....

কুরঙ্গিকা ॥ গালাগালি ?......কি রকম গালাগালি ভাই!...... যেমন হাতে হাতে হাতাহাতি, চুলে চুলে চুলোচুলি, গলায় গলায় গলাগলি,......তেম্‌নি ধারা নাকি ?

নকুলিকা ॥ হুঁ হুঁ !

কুরঙ্গিকা ॥ না, না, ...খবরদার !......চাল্‌তার মতন গাল তোর, ...খবরদার !

নকুলিকা ॥ তা' বই কি !

কুরঙ্গিকা ॥ খবরদার ! চাল্‌তা আমি মোটে ভালোবাসি না,...... চাল্‌তার অম্বল অব্‌ধি ছুঁই না ; ......খবরদার......চাল্‌তা গালে গালাগালি কোরোনা, কিন্তু ......ভালো হবে না, বল্‌ছি ; এই খবরদার, এই !......খবরদার ! এই—

[প্রস্থান

নকুলিকা ॥ (যেতে যেতে) বেত্রবতী ! আমাদের দেউড়ীগুলো পার ক'রে দিয়ে যাও, আমরা রাজকুমারদের চিঠি দিতে যাচ্ছি ।

[প্রস্থান

বেত্রবতী ॥ নাঃ আবার এই রোদ্দুরে ভোগালে ।

[প্রস্থান

তন্দ্রাবুড়ী ॥ (গামছায় জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে) যাই আমিও যাই, এক্‌লাটি হেতায় কি কর্‌ব ।

[প্রস্থান

নেপথ্যে ॥ আরে দূর,...... আরে ছেই,......আরে দূর,...... কোন্ দিক সাম্‌লাই,......দূর হ', দূর হ', দূর হ',...... ঐ যাঃ !

[তন্দ্রাবুড়ীর পুনঃপ্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, মাথা খেলে আমার !······অ বাপু কিষ্কিন্ধেবাসী, অ হনুমান্ !······ও গাছ-মোণ্ডা নয়······ও হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটো ·····ও খাওয়া যায় না রে, খাওয়া যায় না,······দিয়ে যা, ...কি আপদেই পড়লুম গা,·· ·· অ বেতন্ত দিদি !······মুখপোড়া বেল নিলে না, আমার মাথা খেতে কৌটো নিয়ে পালালো,··· ·· দিয়ে যা রে দিয়ে যা····· বলি, অ হনুমান্ ·····অ কিচ্‌কিন্ধে !······অ মুখপোড়া !

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[হাওয়া-মঞ্জিল, চারিদিকে শ্বেতপাথরের জালি ; একদিকে একটা মস্ত মালতী লতার গাছ লতিয়ে উঠে চাঁদোয়া রচনা করেছে। ছোটো মাটির কুণ্ডায় জুঁই ফুলের গাছ। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর সীতা, ঊর্ম্মিলা ও মাণ্ডবী উপবিষ্টা, কাছে বিহঙ্গিকা।]

বিহঙ্গিকা ॥ (গান)

কুঁড়ি ওই পাখ্‌না মেলে !—
পাপড়ি ব'লে ভুল কর' না !

দেছে ভর্ পাখায় ভ্রমর,
তাই বুঝি ফুল উদাস-মনা !
বাঁধা যে আছে বোঁটায়,—
ভুলে যায়,—পরাণ লোটায় ;—
কেঁদে কয় বন্ধু ! আমায়
শেখাও দূরের আনাগোনা ।
মিনতি হ'ল মিছে, চায় না পিছে, ভ্রমর মোটে,
করে ফুল আথাল্-পাথাল্ উতল হাওয়ায় মাথা কোটে !
খুলে যায় বোঁটার বাঁধন,—
বুঝি বা ঘুচ্‌ল কাঁদন ;
না রে না,—হর্ষে বিষাদ,—
ধূলায় লোটায় চাঁদের কোণা !

সীতা ॥ ফুলের দুঃখু তার সঙ্গী চ'লে গেল, সে সঙ্গে যেতে পেলে না, বেচারী সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হ'ল ।......ভোম্‌রা কি ভাব্‌লে তা ভোম্‌রাই জানে ।......যারা দূরে যায় তারা পুরোনো হারিয়ে নতুন পায় ।......কত নতুন ফুলের সৌরভ, ...কত নতুন পাখীর কাকলি .....কত নতুন চোখের বিদ্যুৎ......তাদের মন হরণ কর্‌বার জন্যে......বিজন বনেও মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছে । কিন্তু, যারা চোখের জল সম্বল ক'রে পিছনে প'ড়ে রইল,...

…ম্লান হাসি হেসে, আপনার জনকে বিদায় দিয়ে, আঁধার মুখে ঘরের অন্ধকার কোণে ফিরে এল, তাদের সব শূন্য, সব খালি, সব ফাঁকা! সেই পুরোনো ঘর-দুয়ার, সেই পুরোনো সাজ-সরঞ্জাম, সেই সমস্ত! …নতুনের মধ্যে?……ভরা ঘরের মাঝখানে—দুর্ভর ব্যাকুলতা, ঘরভরা কান্না, …..বুকভরা হাহাকার!…..চেনা মুখের হাসি চাইলেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, স্মরণের সোনার কৌটোয় সাত রাজার ধন মাণিক হ'য়ে বিরাজ করে।

উর্ম্মিলা ॥ দিদি!

সীতা ॥ (আকাশের দিকে চেয়ে, অন্যমনস্কভাবে) পূব্‌দিকের সাদা মেঘগুলো সোণার বর্ণ হ'য়ে উঠেছে,… আজ কি পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা ॥ আজ তো নয়……কাল……

সীতা ॥ এটা না মধু-পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা ॥ হ্যাঁ, মধু-পূর্ণিমা……বসন্তোৎসব।

সীতা ॥ এবার বসন্তোৎসব নিরানন্দে কাটাতে হবে,… ..এবার নিরুৎসব।

মাণ্ডবী ॥ এটা কি এঁদের ভালো হ'ল? ····শ্রুতিকে তখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি নানা রকমে বঞ্চিত হচ্ছি……চারিদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

উর্ম্মিলা ॥ এখন মনে হচ্ছে, শ্রুতি কিচ্ছু অন্যায় করে-নি, ঠিকই করেছে……

সীতা ॥ দ্যাখো চিঠির কি জবাব আসে······

বিহঙ্গিকা ॥ ঐ দ্যাখো......ঐ .....ধূমকেতু উদয় হয়েছে ।······

মাণ্ডবী ॥ কি প্রকাণ্ড ওর পুচ্ছ !......পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল,......চাঁদ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল ।

উর্ম্মিলা ॥ ওটা ধূমকেতু না কালকেতু ·····

বিহঙ্গিকা ॥ না কপালকেতু ?

মাণ্ডবী ॥ শুনেছি, ওটার নাম তামসকীলক, আমাদের কপালে কালকেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ।

উর্ম্মিলা ॥ কালও যেখানে উঠেছিল আজও ঠিক সেইখানে ।...... আজ চোদ্দ দিন ধ'রে ঐ একটা জায়গাতেই উদয় হচ্ছে ।

মাণ্ডবী ॥ শুনেছি নাকি ওটা যে দেশে যে ক'দিন দ্যাখা যায় সে দেশে তত বৎসর অমঙ্গল ।

সীতা ॥ অমঙ্গলের আর বাকী কি ?......এরি মধ্যে তো মনের ভিতর সব গোলমাল সেঁধিয়েছে......সব যেন কেমন......

মাণ্ডবী ॥ আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হ'য়ে পড়্‌ছে !

বিহঙ্গিকা ॥ তবু মহারাজ দস্তুরমত স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন ।

মাণ্ডবী ॥ (অন্যমনস্কভাবে) তাইতো ! নকুলিকার হ'ল কি ? এখনো ফির্‌ল না । কুরঙ্গিকাই বা কি [illegible]

উর্ম্মিলা ॥ কি জানি ?.....শ্রুতি তো [illegible] গেছে......

সীতা ॥ বিহঙ্গিকা দ্যাখ্‌ তো এগিয়ে......নকুলিকা, কুরঙ্গিকা কেউ ফির্‌ল না ?

[নকুলিকা, কুরঙ্গিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ]

কুরঙ্গিকা ॥ ফিরেছি……জবাব এনেছি……চার চার খানা জবাব এনেছি….. শিরোপা চাই……পুরস্কার,……

নকুলিকা ॥ হুঁ,……শিরোপা চাই……

কুরঙ্গিকা ॥ তোর কিসের শিরোপা, র‍্যা ? ……তুই তো যেতে চাস্‌নি……বলেছিলি জবাব দেবে না,….. তারপর তন্দ্রাবুড়ীর ওখানে ফষ্টিনষ্টি ক'রে দেড়ঘণ্টা কাটালি, ….. শিরোপা দেবে না গলায় পা দেবে।

নকুলিকা ॥ দ্যাখ্‌, তুই কুরঙ্গিকা না ভুজঙ্গিকা ?

কুরঙ্গিকা ॥ কেন বল্‌ তো……

বিহঙ্গিকা ॥ নইলে, নকুলিকার সঙ্গে অত লাগিস্‌ কেন ?…… ঠিক যেন সাপে নেউলে……

নকুলিকা ॥ বল্‌ তো ভাই, বল্‌ তো……

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নে, নে,……চিঠি দে……

নকুলিকা ॥ আগে বখ্‌শিস—

(গান)

(আমায়) ক'রে চাপরাশী চিঠি রাশি রাশি
পাঠালে ! হাঁটালে ! খাটালে !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তাই বুঝি সারা বেলাটা বেবাক
বাহির-মহলে কাটালে ?

নকুলিকা ॥ সে কসুর মোটে নয় আমাদেরি,
জবাব পেতে যে হ'য়ে গেল দেরী,

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ দে, দে, চিঠি দেখি,—

নকুলিকা ॥ —বখ্‌শিস ?

শ্রুতিকীর্ত্তি ॥ —দ্যাখ্‌—

ভাল হবে নাক ঘাঁটালে, আমায় ঘাঁটালে।

নকুলিকা ॥ বেশী নাহি চাই কোরোনাকো কোপ,
পাগড়ী নাগরা দাড়ি আর গোঁফ,
(চাপরাশ চাপদাড়ি আর গোঁফ,)

কুরঙ্গিকা ॥ চোপ, চোপ্‌, নিজে সব নিবি বুঝি ?......
ধর্ম্মে সবে না ছাঁটালে, আমায় ছাঁটালে।

নকুলিকা ॥ গোঁফ নেই গোঁফে তেল দিবি কিরে ?......
ভারি লোভ দেখি কাঁটালে, গাছের কাঁটালে ॥

মাণ্ডবী ॥ আচ্ছা, পাগড়ী, নাগরা আমি দেব এখন, ...আমায় দে......

(কুরঙ্গিকার তথাকরণ)

ঊর্ম্মিলা ॥ চিঠি সব পড়্‌বে কে......

মাণ্ডবী ॥ দিদি যাকে বল্‌বে......

সীতা ॥ যে বড় সেই পড়্‌বে......আমায় দাও......(পাঠ)

· উর্ম্মিলা,

তোমার আজকের পত্রের বচন-বিন্যাস মোটেই উর্ম্মি-মালার কলধ্বনির মতন নয়, এ একেবারে তরঙ্গভঙ্গ। সে যা' হোক্, আমরা চার ভাইএ কোথায় যাচ্ছি তা' তোমায় বল্‌তে পার্‌লুম না, কেন যাচ্ছি তাও না। তুমি জানো কারো কাছে জবাবদিহি করা আমার স্বভাব নয়। এতে যদি অভিমান কর নাচার। ইতি—লক্ষ্মণ

উর্ম্মিলা ॥ (অধোবদনে রইলেন)

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) উঃ!

সীতা ॥ (আর একখানা খুলে) এ খানা দেখ্‌ছি আমার। (নীরবে পাঠ)

মাণ্ডবী ॥ কই?......পড়!

সীতা ॥ কী আর পড়্‌ব··· · ঐ একই কথা,......(আর একখানা খুলে পাঠ)

মাণ্ডবী,

তোমার চিঠি কোথায় 'মম শিরসি মণ্ডনম্' হবে, ... তা না হ'য়ে একেবারে কোদণ্ড-টঙ্কার!......একেবারে যুদ্ধং দেহি!······চিঠিতে তোমার এই চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে, হে কোপনে! সত্যই আমাকে একটু গণ্ডগোলে পড়্‌তে হয়েছে। কেথায় যাচ্ছি সে কথাটা তোমার কাছে বিজ্ঞাপিত করা

হয়নি ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছ যে সজ্ঞানে সরযূ-লাভ হ'লেও এই আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে সে সংবাদ জ্ঞাপন কর্‌বে না! · কি আশ্চর্য্য! তোমার মতন প্রজ্ঞাবতী নারীর কি এই বিচার? ভালো, আমি......থুড়ি......আমরাও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে তোমরা না আহ্বান কর্‌লে আর ওমুখো হব না, এমন কি নগরেও ফির্‌ব না; যে দিকে দুই চক্ষু যায়, আক্ষেপের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, যে সেই পথেরই পথিক হব। অভিমান নামক সামগ্রীটি কেবল ভামিনী কুলেরই একচেটে নয়। ইতি—

তোমার হতভম্ব ভর্ত্তা—ভরত বর্ম্মা

উর্ম্মিলা॥ (মাণ্ডবীর মুখের দিকে চাইলেন।)

মাণ্ডবী॥ (গালে হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লেন কি নিজের গালে নিজে চিম্‌টি কেটে বিদ্রোহী হাসিটার বেয়াদবীর দণ্ডবিধান কর্‌লেন তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারা গেল না।)

শ্রুতকীর্ত্তি॥ (দাঁড়িয়ে উঠে। আবার ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে দুই হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ব'সে পড়্‌লেন।)

সীতা॥ শ্রুতি! এইবার তোর চিঠি,......(পাঠ)

শ্রুতকীর্ত্তি,

তোমার আবার এ কি নূতন কীর্ত্তি! দস্তুরমত নারীবিদ্রোহ পাকিয়ে তুলেছ দেখ্‌ছি। তোমরা চারজনে একজোট হ'য়ে আমাদের চার ভাইকে দমিয়ে দেবে

ভেবেছ? সেটি হচ্ছে না, আমরাও চারজনে এককাট্টা হলুম, জান্‌বে। দেখি কারা হারে আর কারা জেতে। বিদায়ের আগে শুধু এইটুকু ব'লে রাখ্‌ছি, যে তোমরা বিশ্বিমতে সাধ্য-সাধনা না ক'র্‌লে সাধের অযোধ্যায় আর পদার্পণ কর্‌ছি-নি। ইতি—

তোমার শত্রুর—শত্রু

পুনশ্চ :—লিখেছ কথা না রাখ্‌লে আর চিঠি লিখ্‌বে না, এই তোমার প্রতিজ্ঞা। ভালো, আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাই-নে। তবে স্বামীর কর্ত্তব্য আমায় করতেই হবে। যদি কোনোদিন স্মরণ কর্‌বার আবশ্যক হয় তবে এইসঙ্গে যে অঙ্গুরী পাঠালুম, সেইটি পাঠিয়ে দিও।

ইতি শ—

মাণ্ডবী॥ তা হ'লে ঠিকানা দিয়েছে।

সীতা॥ কই না। (চিঠি উল্টেপাল্টে দেখ্‌লেন)

মাণ্ডবী॥ কোথায় পাঠাতে হবে বলে-নি?……নকুলিকা!

নকুলিকা॥ কই সে কথা আমাদের কিছু বলেন-নি॥

শ্রুতকীর্ত্তি॥ তা বল্‌তে যাবে কেন?……আশা জাগিয়ে নিরাশ ক'রে অপমানের উপর অপমান কর্‌বার ও আর-একটা ফন্দী।

মাণ্ডবী॥ দেখ্‌লে দিদি, চিঠির সব ছিরি দেখ্‌লে?

উর্ম্মিলা ॥ কি হবে, দিদি ?··· ··অযোধ্যা যোদ্ধাশূন্য হ'য়ে রইল ; কি হবে ?

মাণ্ডবী ॥ কি আবার হবে,......ওঁরা নইলে সত্যিই কি অযোধ্যা অরণ্য হবে .....

উর্ম্মিলা ॥ আমাদের পক্ষে হবে বই কি......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, না, তুমি অমন দমে যেয়ো না······দমে গেলে চল্‌বে না ·····আমাদের অভিমানের অপমান ক'রেছে...... আমাদের বিদ্রোহী বলেছে,......বেশ······আমরা বিদ্রোহই ঘোষণা কর্‌লুম।

মাণ্ডবী ॥ আমরা রোগে পড়ি, মরে যাই,......কোনো খবর দেব না।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ বিপদ্ হোক্ আপদ্ হোক্······কোনো খবর দেব না, ······কোশল দুর্গ শত্রু এসে ঘেরাও কর্‌লেও না।

সীতা ॥ ভগবান করুন, তেমন দিন যেন না হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ যদি হয়, মেয়েরাই এ দুর্গ রক্ষা কর্‌বে, পুরুষের শরণাপন্ন হবে না। জয় হয় ভালোই......হেরে যাই অগ্নিদেব আছেন।

সীতা ॥ শ্রুতি, তুই কি বক্‌ছিস্ ?······

মাণ্ডবী ॥ সব তাতেই কি বাড়াবাড়ি ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, দিদি, বাড়াবাড়ি নয়,......যারা অকারণে আমাদের মনে আঘাত দিতে পারে, তাদের করুণা ভিক্ষা ভিন্ন,

সত্যিই কি আমাদের কোনো উপায় নেই ?......তুমি দেখো, আমি দেখিয়ে দেব খুব উপায় আছে।......যারা অভিমানের মান রাখ্‌তে জানে না, তাদের পায়ে না ধর্‌লে দিন চল্‌বে না ?......খুব চল্‌বে।......ছোটো ছোটো কাজের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দেব, ...খুব চল্‌বে। আজ থেকে আমার মহলের সমস্ত কাজ......সমস্ত কাজের ব্যবস্থা আমি মেয়েদের দিয়ে করাব। আর তাদের সবাইকে ব'লে দেব, যেন কোনো কাজে কোনো পুরুষের কোনো সাহায্য না নেওয়া হয়।

নকুলিকা॥ তা হ'লে তোমার মহলে সন্ধ্যা-সকালে সানাই বাজ্‌বে না ?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ যদি মেয়ে বাজন্‌দার পাওয়া যায় বাজ্‌বে......

নকুলিকা॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ বাজ্‌বে না।

নকুলিকা॥ হাঁড়ি চড়্‌বে না ?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ যদি মেয়ে-সূপকার পাওয়া যায় চড়্‌বে......

নকুলিকা॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ চড়্‌বে না।

নকুলিকা॥ তোমার সখের বাগানে গাছপালায় জল পড়্‌বে না ?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ যদি মেয়ে উদ্যান-পাল পাওয়া যায় পড়্‌বে......

নকুলিকা॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ পড়্‌বে না।

নকুলিকা ॥ তা হ'লে আর এক পা এগিয়ে গাছগুলি সব কেটে বাগানে শুধু লতা রাখ্‌লেই তো ভালো হয়। ব্যাকরণে বলেছে গাছগুলো সব পুরুষ······

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ হাসি নয়,··· তাই হবে; আমার বাগানের লতাদের আর গাছের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখ্‌ব না। যা' বলেছি তা' কর্‌ব, যতদূর চালানো যায়, চালাব; শেষ না দেখে ছাড়্‌ব না।

উর্ম্মিলা ॥ মনে থাকে যেন কাল মদন-মহোৎসব······কন্দর্প-মন্দিরে যাবি-নে তো?······কন্দর্প পুরুষ-দেবতা।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ যাই-না-যাই দেখ্‌তেই পাবে······

মাণ্ডবী ॥ হ্যাঁ, যখন বিদ্রোহী বলেছে তখন বিদ্রোহ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেওয়া চাই।

নেপথ্যে ॥ স'রে যাও!······স'রে যাও!······হাওয়া-মঞ্জিলে হনুমান পড়েছে!······সাবধান! স'রে যাও!

উর্ম্মিলা ॥ (সভয়ে) স'রে এস দিদি, স'রে এস!

সীতা ॥ চল্‌ ভিতরে যাই।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্রুতকীর্ত্তির মহল-সংলগ্ন 'শ্যামল-আরাম' নামক পুষ্পবাটিকা; মাঝে মাঝে ইট-বাঁধানো পথ; পথের ইটগুলি কতকটা মৎস্যপঞ্জরের ছাঁদে সাজানো, মাঝে মাঝে আবার স্বস্তিকের ছাঁদে বসানো হয়েছে। স্বস্তিকের মাঝ থেকে কোথাও ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারা ছুটেছে, কোথাও রজনীগন্ধার পুষ্প-দণ্ড উঠেছে। ঝিলে—পদ্মবন, পদ্মবনের মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের পদ্মকলি। দূরে প্রাচীরের ধারে ধারে অশোক, বকুল, চাঁপা, নাগকেশর ও মুচুকুন্দের গাছ। তার কোলে গন্ধরাজ, টগর, রঙন, জুঁই, চামেলী প্রভৃতি। একটা ফুল্‌করী পাথরের বেদীর উপর একরাশ কৃষ্ণচূড়ার ফুল। নিপুণিকা, কপোতিকা, মুকুলিকা প্রভৃতি তরুণীর দল একটা বকুলগাছের ডালে দোলা বাঁধ্‌তে ব্যস্ত।]

তরুণীর দল ॥ (গান)

চারি চক্ষে যে চেনাচিনি, অয়ি কিশোরী!
তারে, জীয়াইয়ে রেখ মিনতি করি!
তোরি তরে ঝরোকারে রেখেছে রে খোলা!
সাড়া দাও, পাঁয়জোরে আওয়াজে ভরি'!
তোরি তরে তরু 'পরে বেঁধেছে রে দোলা!
দুলে যাও, ভুলে চ'লে এস ভ্রমরী!

তোরি তরে সরোবরে ফুটায়েছে ফুল রে!
তুলে নাও, কোনো ছলে পথ বিসরি'!
তোরি তরে অন্তরে জুটায়েছে ভুল রে!
যদি চাও দাও ভেঙে সে ভুল ওরি!

মুকুলিকা॥ কি সুন্দর, ভাই, ছাখ্, কি চমৎকার।

সকলে॥ কি? ভাই, কি?

মুকুলিকা॥ দেখে যা, দেখে যা, ফুলের ফোটা দেখে যা', সন্ধ্যামণির বন্ধ করা পাপ্ড়ি দেখ্তে দেখ্তে খু'লে যাচ্ছে!

সকলে॥ ওরে আয় আয়, ফুলের ফোটা দেখ্বি আয়!

(গান)

'ফুলের ফোটা দেখ্বি কে!'
সাঁঝের পরী যায় ডেকে।
যেই ইসারায় ঈষৎ শশী
হাস্ল নীলাকাশ থেকে!
সাঁঝের পরী যায় ডেকে!
আব্ছা আলোয় উস্খুসিয়ে
রসের বেদন উস্কে দিয়ে
বাতাস বিভোল্,—কুঁড়ির প্রথম
পাপ্ড়ি খোলার হাই লেগে!

ধূপের ধোঁয়ায়

ঝুম্‌কো-লতার ঝুরির ডোরায়
অবাক ঝিঁঝি ঝিমিয়ে চায়!
নয় যে কুঁড়ি নয় যে কুসুম
নিঝুম হ'য়ে দেখ্‌ছে তায়!
পাপিয়া কোকিল উঠ্‌ছে গেয়ে
ফুল-ফোয়ারার ছন্দ পেয়ে,
বল্‌ছে জোনাক আলোর বুলি
ভালোবাসার বোল্‌ ঢেকে।

কপোতিকা॥ সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বা রে! মালিনী কই?

নিপুণিকা॥ আমার ফুলের চোলিটার কি ক'ল্লে কে জানে!

মুকুলিকা॥ ভারী মজার লোক, যা হোক্‌......

কপোতিকা॥ কাল উৎসব, আজ কি আর তার মর্‌বার ফুরসুৎ আছে?

নেপথ্যে॥ (গান)

খাস্‌ বাগানের ঠাস্‌ গোলাপে রাশ ক'রে!
বেঁধেছি পরিপাটি এই তোড়াটি বসন্তে উদাস ক'রে!

নিপুণিকা॥ মর্‌বে কি?......অনেককাল বাঁচবে......ঐ যে তার গলা পাচ্ছিস্‌-নি?

[মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী ॥ (গান)

খাস্-বাগানের ঠাস্ গোলাপে রাশ ক'রে !
বেঁধেছি পরিপাটি এই তোড়াটি মৌমাছি নিরাশ ক'রে ।
এনেছি জুঁয়ের গোড়ে যত্নে গ'ড়ে
ফুলের তোড়ে মন্ত্রে বেঁধে,
এনেছি ফুলের চোলি কলি কলি
বেল্-চামেলি ছন্দে গেঁথে,
গড়েছি ফুলের পাখা ফুল-পতাকা
মালঞ্চ উদাস ক'রে !
কেড়েছি পঞ্চশরের সব ক'টি শর
কিশোর হাসির দাস ক'রে !

কপোতিকা ॥ মালিনী, অ মালিনী !

নিপুণিকা ॥ ফুলের চোলি ? এনেছ তো……

মালিনী ॥ এনেছি বই কি, সব এনেছি……শুধু ফুলের চোলি ? ……হুঁঃ ! কত রকম ফুলের গয়না এনেছি, তা তো ছাখনি……আজ বসন্তোৎসবের সন্‌যুৎ, ……এই আজ আর কাল……এই দু'দিন সোনার গয়না গায়ে ঠেকাতেই নেই, তা বুঝি জান না ?……

ধূপের ধোঁয়ায়

(গান)

আজ, ফাগুন-দিনে ফুল-গহনা
সোনা না-মঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর !
ফুলের কাঁকন ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতন-চূড়
ফুলের নূপুর বাজ্‌বে নীরব
সৌরভে ভরপুর !

সকলে ॥ আমি নেব......ফুলের গয়না......আমি কিন্‌ব......

নিপুণিকা ॥ ক' স্যুট আছে ? কুলোবে তো ?

মুকুলিকা ॥ বেশ হ'ল ভাই আর স্যাক্‌রার খোসামোদ কর্‌তে হবে না ।

(গান)

সকলে ॥ আমরা, ডাক্‌বনা আর ড্যাক্‌রাকে—
স্যাক্‌রাকে !
আমাদের, গয়না হবে নিত্যি-নতুন
মালঞ্চে হাজার শাখে ।

ওরা ছায়নাকো পান, ন্যায়নাকো বানি,
শুধু, দিয়েই খুসী প্রত্যাশী নয়, জানি খুব জানি ;
আর রইল না ভয় চোর-ডাকাতের
সোনায় যারা টাঁক রাখে !

নিপুণিকা ॥ তোর মালঞ্চ-লুটের গয়না কত ক'রে পড়্বে, ভাই,... ...কি দিতে হবে ?

মালিনী ॥ তাড়াতাড়ি কি, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না,...... যা হয় দিয়ো না তখন,......রাজার মালঞ্চের ফুল, তার তো আর দাম লাগ্বে না,......আমার মজুরি,......যা' হয় দিয়ো।

নিপুণিকা ॥ আমার ফুলের চোলিটা ?......ওটার জন্যে কি দিতে হবে ?

(গান)

তরুণীর দল ॥ চামেলির এই কাঁচলি বেচ্‌বি কি দরে ?
মালিনী ॥ বুনেছি সোহাগ দিয়ে বেচ্‌ব আদরে !
তরুণীর দল ॥ কি জিনিস্ চাস্ মালিনী ?
মালিনী ॥ সোহাগের সর খালি নিই !
নয়নের নিই আরতি ফুল্ল অধরে !

তরুণীর দল ॥ না, না, ভাই ঠিক বল না,

মালিনী ॥ তবে চাই কানের সোনা,
দরদী দর ক'রনা কিন্‌তে সুন্দরে।

[ফুল নিয়ে তরুণীদের প্রস্থান

[শ্রুতকীর্ত্তি ও নকুলিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ মালিনী! উদ্যান-পালিকে! দাঁড়াও! দাঁড়াও!

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ মালিনী' এদিকে এস!......শোনো,......আমার মহলে আমি পুরুষের সংস্রব রাখ্‌তে চাই-নে......তুমি বাগানের সব কাজ কর্‌তে পার্‌বে?

মালিনী ॥ (বিস্মিতভাবে) সব কাজ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ হ্যাঁ......সমস্ত কাজ,......ঘাস নিড়ানো, মাটি কোদ্‌লানো, কলম বাঁধা, সার দেওয়া,......

নকুলিকা ॥ দরকার হ'লে গাছে ওঠা, ডাল ঝুড়ে দেওয়া, জঙ্গল কেটে ফেলা......

মালিনী ॥ কেন, মালী?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ বল্লুম পুরুষের সংস্রব রাখ্‌ব না......মালী ছাড়িয়ে দেওয়া হবে......

মালিনী ॥ গাছে উঠ্‌তে হবে? .....গাছ কাট্‌তে হবে?......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ হাঁ, হবে......কতবার বল্‌ব......

মালিনী ॥ তা......আচ্ছা......আপনি যখন বল্‌ছেন.....তখন

যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখ্ব,......তা সম্প্রতি কি কর্তে হবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ সম্প্রতি বাগান থেকে সমস্ত গাছ কেটে উড়িয়ে দিতে হবে ;......অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বৃক্ষ বলা যেতে পারে সেই সব গাছ কেটে ফেল্তে হবে,...লতা গাছ কাট্তে হবে না।

মালিনী ॥ বাগানে ঘোড়দৌড় হবে বুঝি ?

নকুলিকা ॥ না, না, ঘোড়দৌড় হবে কেন......বুঝ্তে পার্‌লে না, লতা গাছ মেয়ে জাতের গাছ কিনা, তাই ওদের কাটা হবে না, বাকী সব পুরুষ গাছ......তাই সেগুলো সব বাগানের বার ক'রে দেওয়া হবে,......তা সহজে তো বার করা যাবে না......তাই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে......কেটে উড়িয়ে দিতে হবে ॥

মালিনী ॥ (ঈষৎ একটু ঘোম্‌টা টেনে) গাছ পুরুষ মানুষ ? কি ক'রে জান্‌লেন ?

নকুলিকা ॥ ব্যাকরণ ব'লে এক শাস্তর আছে,..... সেই শাস্তরে সব লেখা আছে,......

মালিনী ॥ (প্রণাম ক'রে) শাস্তরে বলেছে ?..... তা হ'লে কাট্তে হবে বই কি !......তা এক কাজ কর্‌লে হয় না,......কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্লে হয় না, ...মালীদের তো তাড়িয়ে দেবেন, তা মালীদের দিয়ে গাছগুলো কাটিয়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেই তো সকল দিকে সুবিধে হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, না,......যা বল্‌ছি তাই কর্‌।

মালিনী ॥ যে আজ্ঞা, তাই কর্‌ব।......আচ্ছা, যে সব গাছের সঙ্গে লতাগুলো জড়িয়ে গেছে সে গাছ্‌গুলো কি বাদ রাখা যাবে!

শ্রুতকীর্ত্তি॥ লতার পাকগুলো আস্তে আস্তে খু'লে নিয়ে, তারপর কোপ লাগাবে।

মালিনী ॥ লতাগুলোতে বাঁশের ঠেক্‌নো দিতে পারি?

নকুলিকা ॥ বাঁশ মেয়ে না পুরুষ?......আচ্ছা, ব্যাকরণ দেখে পরে ব'লে পাঠাব,......এখন যেতে পার।

মালিনী ॥ (যেতে যেতে ফিরে এসে) কাল মদন-মহোৎসব, কাল্‌কের দিনে অশোক বকুল চাঁপা গাছগুলো সব কাট্‌ব? না, কাল বাদে পরশু কাট্‌লে চল্‌বে?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, কালই কাজ সুরু করা চাই, যাও।

মালিনী ॥ যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নকুলিকা,... ..বধূনাট্যের দলে খবর পাঠানো হয়েছে?

নকুলিকা ॥ হয়েছে......সন্ধ্যেবেলায় নৃত্যশালায় আস্‌তে ব'লে দিইছি।......কি পালা হবে তা তো ব'লে দেওয়া হ'ল না।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ সে হবে এখন।

নেপথ্যে ॥ (গান)

তোমারে মার্‌লে কে কোন্ বাণে হায় রে
ও বনের পায়রা মোর !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নকুলিকা ! কে গান গায় ? দেখ্‌তো !

নকুলিকা ॥ (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে) ও একটা পাখ্‌মারাদের মেয়ে......এইদিকেই আস্‌ছে, ...ঐ যে কুরঙ্গিকা ওর সঙ্গে......এইদিকেই আস্‌ছে ।

[একজন শবরী ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ]

শবরী ॥ (গান)

তোমারে, মার্‌লে কে ? কোন্ বাণে ? হায় রে !
ও বনের পায়রা মোর !
হায় ! হায় !

বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !
জনমের সাথী গো এ তো নয় রাতি !
কেন এই ঘুমের ঘোর !
হায় ! হায় !

বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !
কাকলি কর্‌ব যে ঝর্‌নার বোল ধর্‌ব
মিলায়ে পাখ্‌না পাখায় !
হায় ! হায় !

সঙ্গী ! আমার মেল আঁখি !
কেবলি, ডাক্‌ছি আর, চক্ষের জল মাখ্‌ছি,
বাতাসে হুতাশ জাগায় !
হায় ! হায় !
বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ এ কে রে কুরঙ্গিকা !......কোথায় পেলি একে ?

কুরঙ্গিকা ॥ পাখী বেচ্‌তে এসেছে,......দেউড়ীতে বেত্রবতী আট্‌কেছিল......আমি অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে এলুম ।

শবরী ॥ পাখী নেবে গা রাণী ? পাখী ?

(কুরঙ্গিকা ও নকুলিকার পরস্পরে কানে কানে কথা)

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কি পাখী ?......দেখি !......পায়রা ?......পায়রা কি হবে ? রাজপুরীতে পায়রার অভাব কি ?

শবরী ॥ এ পায়রার অনেক গুণ !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কি গুণ ?......চিঠি নিয়ে যেতে পারে ?......সে রকম পায়রাও এখানে ঢের আছে ।

শবরী ॥ উঁহু,......এ জুড়ি-ভাঙা পায়রা, জুড়িদারের কাছে চিঠি নিয়ে যায়,......যাকে মনে ক'রে চিঠি ছাড়্বে......তারি হাতে পৌঁছে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ বটে?......বটে?......এ পায়রা তুই কোথায় পেলি শবরী?

শবরী ॥ আমাদের সর্দ্দারের যে সর্দ্দার তার কাছে পেয়েছি। তার নাম দুষ্‌মন-কাটারী।

কুরঙ্গিকা ॥ (চোখ্ টিপে মানা কর্‌লে) অত নাম-ধামের দরকার কি আমাদের......কি দাম চাস্? তাই বল্ না।

শবরী ॥ এই পায়রার ওজনে সোনা চাই।.....সর্দ্দার-রাজা ব'লে দিয়েছে......তার কমে বেচ্‌তে মানা আছে......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আচ্ছা, তাই হবে,......নকুলিকা, পায়রার ওজনে যত সোনা হয়, দিয়ে দিস্। (প্রস্থানোদ্যত)

শবরী ॥ বাস্?......হ'য়ে গেল সওদা?......আর কিছু চাই-নে? ......আমার ঘরে অনেক রকম জানোয়ার আছে......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ (একটু ভেবে) আচ্ছা, আপাতত একটা মেয়ে-কোকিল, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-হরিণ এনে দিস্।

নকুলিকা ॥ কেন?......তোমার হরিণ, ময়ূর সব কি হল?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কি আর হবে?......তাড়িয়ে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি, ...পুরুষ-জন্তু পুষব না,......ওদের হৃদয় নেই।

নকুলিকা ॥ অ !......বুঝেছি......তা গ্যাখ্ শবরী, তুই রাণীজার জন্মে একটা মেয়ে-হরিণ, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-কোকিল নিয়ে আস্‌বি,......বুঝেচিস্ তো ?

শবরী ॥ বুঝেচি।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নকুলিকা, তোর কিছু ফর্‌মাস থাকে তো, অম্‌নি ব'লে দে, মেয়ে-জন্তু হওয়া চাই কিন্তু,......আমি চল্লুম।

[প্রস্থান

নকুলিকা ॥ (একটু ভেবে) আমার জন্মে ?......মেয়ে জন্তু ? ......নাঃ,......আচ্ছা, আনিস্ একটা মেয়ে-গরু।

শবরী ॥ যে হুকুম।

কুরঙ্গিকা ॥ দাঁড়িয়ে রইলি যে......পায়রার ওজনে সোনা নেবে ? .. ...সোনা অত সস্তা নয়,......যাও দুষমন্-কাটারির কাছে ......সেইখানে দু'শো মণ চারশো মণ যা' চাইবে......তাই পাবে,......যাও।

নকুলিকা ॥ কে পায়রা পাঠিয়েছে ?......হাঃ হাঃ হাঃ...কে ?... কে ?......ভুলে গেলুম !......কে ?

কুরঙ্গিকা ॥ দুষমন্-কাটারি......চমৎকার নাম—

নকুলিকা ॥ বা নামের চমৎকার তর্জ্জমা ...

উভয়ে ॥ হিঃ হিঃ হিঃ !

[মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্নানাগারের সম্মুখ ; অসংখ্য ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ির খানিকটা দ্যাখা যাচ্চে, সিঁড়ির মাথা থেকে পাতাল-ঘরে আলো এসে পড়েছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুর-মাখানো একটা মকরের পিঠে বরুণের মূর্ত্তি ; একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো ফুল আরেকটাতে একটা কৌটো। একজন যবনী শাস্ত্রী ধনুর্ব্বাণ নিয়ে পায়চারি করছে। স্নানাগারের ভিতর থেকে দর্পণ, কাজললতা প্রভৃতি নিয়ে চঞ্চল-চরণে চঞ্চরীকার প্রবেশ।]

যবনী ॥ চিঞ্চিনাটি !

চঞ্চরীকা ॥ (মুখ ভেংচিয়ে) চিঞ্চিনাটি ! পিছনে ডাক্‌ছ কেন বাবুইহাটি ? পাথরের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে মর্‌ব ?

যবনী ॥ মর্‌ব ? না পর্ব্ব,—কাল পর্ব্বদিন ?

চঞ্চরীকা ॥ হ্যাঁ গো, কাল মদন মহোৎসব,—ভালোবাসার পরব।

যবনী ॥ (আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে), ভালোবাসা ?......ঈরস্‌ ......কি আক্রোজিনি ?......মেয়ে কি মরদ ?

চঞ্চরীকা ॥ আমাদের ভালোবাসার ঠাকুর মেয়ে নয়, মরদ, তাঁর নাম কন্দর্প।

যবনী ॥ আমাদের যবন-মণ্ডলে ভালোবাসার ভারি দেবতা হচ্ছে মেয়ে লোক..... তার নাম আক্রোজিনি,......হাল্‌কা দেবতা ঈরস্‌ ধনুক নিয়ে বেড়ায়,......আক্রোজিনির বেটা।

চঞ্চরীকা ॥ ধনুক নিয়ে বেড়ায় ?......সে তো আমাদের কন্দর্প, ...তোমরা তাকে কি বল ?

যবনী ॥ ঈরস্।

চঞ্চরীকা ॥ কী রস ?

যবনী ॥ (চঞ্চরীকার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) ঈরস্।

চঞ্চরীকা ॥ ও-রসে আমাদের কাজ নেই, আমাদের কন্দর্পই ভালো।......আবার ভালোবাসার মেয়ে-দেবতা ? তার নাম কি বল্লে ?

যবনী ॥ ওর দু' নাম,······কেউ বল্‌ছে আক্রোজিনি,······কেউ বল্‌ছে আক্রোদিতি।

চঞ্চরীকা ॥ যবনী, তোর কপাল খুলেছে।

যবনী ॥ (কপালে হাত বুলিয়ে দেখে) কই ?

চঞ্চরীকা ॥ হাত বুলিয়ে কি দেখ্‌ছিস্ ?··· ··তুই দেখ্‌তে পাবি-নি ; আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি।

যবনী ॥ (সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে বোকাটে হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল)

চঞ্চরীকা ॥ শোন্, বলি······তোদের এই ভালোবাসার মেয়ে-দেবতার কথা শ্রুতকীর্ত্তি ঠাক্‌রুণকে বল্‌তে পারিস্ ?...... বখ্‌শিস্ পাবি।

যবনী ॥ ছোটো কর্ত্রী আমাদের দেব্‌তা পূজ্‌বে ? আমরাও কাল পূজ্‌ব,······মিছিল্ বার হবে,......আক্রোজিনির মিছিল......নৌকায় বার হবে।

চঞ্চরীকা ॥ কোথায় ? সরযূতে ?

যবনী ॥ না, ফুল-বাড়ীর ঝিলে ; ......যত মেয়ে শাস্ত্রী মিলে চাঁদা

তুলেছি। নৌকা সাজাব······গেছো পশমের ফুল দিয়ে, লাল টক্ টক্ ফুল দিয়ে।

চঞ্চরীকা॥ গেছো পশম?......সে কি?

যবনী॥ ভারি বড় গাছ ·····ভারি লাল লাল ফুল!

চঞ্চরীকা॥ (হেসে) অ! শিমুল!

যবনী॥ হুঁ, আমরা গেছো পশম বলি......আমার দেশে গাছে পশম হয় না,······তোমার দেশ ভারি মজার......গাছে পশম হয়।

চঞ্চরীকা॥ তা তো হয়!......কিন্তু এত ফুল থাকতে শিমুল ফুল কেন?

যবনী॥ লাল······কলিজার মতন লাল......কি রং!

চঞ্চরিকা॥ তোমরা রংই সার জেনেছ,......গন্ধ ফুল ভালো লাগে না?

যবনী॥ গন্ধ ফুল?......হাঁচি হয়,······সর্দ্দি!

চঞ্চরীকা॥ শিমুল ফুল ধুয়ে খাও .....চল্লুম।

[প্রস্থান

[স্নানাগারের ভিতর থেকে সীতা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ]

যবনী॥ (গ্রীক ধরণে অভিবাদন ক'রে কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা নিয়ে সীতার সাম্‌নে ধ'রে) কৌটা!......

সীতা॥ কৌটো?......কিসের কৌটো?......কোত্থেকে এল?

যবনী॥ কিপোস্ ফেলেছে......

সীতা ॥ কিপোস্? ...কিপোস্ কে?

যবনী ॥ (মাথা চুলকিয়ে) কিপোস্......কিপোস্ .....কপি।

উর্ম্মিলা ॥ কপি?......বাঁদর?......বাঁদরে ফেলেছে?......দেখি (কৌটো খুলে) ভিতরে ভূর্জ্জপত্রে কি লেখা রয়েছে, ...চিঠি,..... গোড়াটা নেই, বাঁদরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে......

সীতা ॥ যতটুকু আছে তাই প'ড়ে ছ্যাখ্ না।......

উর্ম্মিলা ॥ (পাঠ) পুরোহিত-পরিষদ্ এবং স্বয়ং মহর্ষির এই অভিমত। এই বায়সাকৃতি ধূমকেতুর উদয়ে শুধু রাজ্যেরই যে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা নহে, অপিচ শ্রীমান্‌দিগের সহিত শ্রীমতী বধূমাতাদিগের দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই উভয় অমঙ্গলের নিরাকরণ জন্য পুরোহিত-পরিষদ্ গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন মহর্ষি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে আগামী বসন্তোৎসবের পূর্ব্বাহ্নে কোনো পক্ষকে কোনো কারণ না দর্শাইয়া পৃথক করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহর্ষি বলেন বসন্তোৎসবের সময়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত আনন্দের পরিবর্ত্তে আকস্মিক ভাবে তীব্র মানসিক দুঃখভোগ ঘটাইতে পারিলে গ্রহবৈগুণ্যের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমান্ বা শ্রীমতীদের মধ্যে কেহ ঘুণাক্ষরেও যেন জানিতে না পারেন। জানিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। ইতি অঙ্গ-বঙ্গ-

সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-কাশী-মগধাদি-সমস্ত-সামন্ত-সঙ্ঘ-মৌলি-মণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ অষ্টোত্তর-শত-শ্রীযুক্ত মহারাজ -উত্তর-কোশল-স্বামী······

সীতা ॥ আর পড়্‌তে হবে না,······উর্ম্মিলা !······

উর্ম্মিলা ॥ (বিষণ্ণ মুখে) দিদি !····· কেন পড়্‌লুম······কেন জান্‌লুম····· কি হবে, দিদি !

সীতা ॥ মহর্ষির সমস্ত ইষ্ট-চেষ্টা পণ্ড হ'য়ে গেল······কিন্তু কাকে দোষ দেব ?······তোমায় ?······না যবনীকে ?······না যে বাঁদর এই কৌটো ফেলেছে তাকে ?······কাউকে না, ······দোষ অদৃষ্টের।

উর্ম্মিলা ॥ কি হবে দিদি !

সীতা ॥ কি হবে ?······যা ভবিতব্য······যা বিধাতার ইচ্ছে। ······তুই বিষণ্ণ হ'স্‌নি উর্ম্মিলা ! মনের বল হারাস্‌নি, ······হয়তো ধূমকেতুর অমঙ্গল-সূচনা ধোঁয়াতেই অবসান হবে।······আর যদি তা না-ই হয়····· তাই ব'লে······ নৌকো ডুব্‌তে পারে ব'লে,······কে কবে ঝড়ের আগে নৌকো ডুবোয় !

উর্ম্মিলা ॥ (নিরুত্তর)

সীতা ॥ আর তা' ছাড়া আরেকটা কথা ভাব্‌বার আছে,····· আমরা দু'বোনে যা' জেনেছি তার ফল চারজনকে যেন না ভুগ্‌তে হয়। সে সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হবে।

আমাদের বিষণ্ণ দেখ্‌লে, সেই বিষণ্ণতার কারণ জান্‌বার জন্যে সবারি কৌতূহল হবে, কাজেই ক্রমে......

[তন্দ্রাবুড়ীর প্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ অ !—মা ! তোমরা এখানে,......আর আমি খুঁজে খুঁজে আলা !......

উর্ম্মিলা ॥ কেন আয়ি !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ এই ধূম-খেত্তরের দোষ কাটাবার জন্যে তোমার শ্বাশুড়ী...... সুমিত্তিরের......মহলে স্বস্তেন হচ্ছে,......তাই হোমের ফোঁটা পর্‌বার জন্যে তোমাদের ডাক্‌ছে।

সীতা ॥ চল যাই......সপ্তভূমক প্রাসাদে তো !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ হ্যাঁ গো ; আবার কোথা......(সহসা উর্ম্মিলার হাতে কৌটো দেখে) অ—মা ! কি আশ্চর্য্যি ! .....এ কৌটো তুমি কোথায় পেলে......হ্যাদে হ্যাখো, হ্যাদে হ্যাখো ......কি আশ্চর্য্যি।

সীতা ॥ বাঁদরে বুঝি ফেলেছিল......এই যবনী কুড়িয়ে পেয়েছে ...... এই মাত্র দিলে......

তন্দ্রাবুড়ী ॥ কই দেখি দেখি, হ্যাঁ এইত......এইত বটে। গায়ে তিন-থাক শঙ্খ-লতা...... এযে সুমিত্তিরের......এযে তোমার শ্বাশুড়ীর......আমায় রাখ্‌তে দিয়েছিল, দিদি, জিম্মে ক'রে দিয়েছিল,......তা' পোড়া বাঁদরের জ্বালায় কি কিছু

রাখ্‌বার যো আছে গা' !......যদি খোঁজ পড়ে......আর খুঁজে না পায়......তা হ'লে এখুনি অনত্থ কর্‌বে। দাও দিদি দাও !......তা' ত্থাখ, দিদি, বাঁদরে নিয়ে গিয়েছিল বোলো না যেন......

উর্ম্মিলা ॥ ব'লে আর কি হবে।

[সীতা ও উর্ম্মিলার প্রস্থান

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে......চার চারটে বো'য়ের কারো কি ছেলে হ'তে নেই গা !......স্থমিত্তিরেকে বলি যে রাজাকে ব'লে একটা পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি টগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি হয় না।......ভালো ত্থাথায় কি গা ? চার চারটে বো'য়ের কারো কোলে ছেলে নেই......রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়......ভালো ত্থাথায় কি ? অ্যাঁ ? এই স্থমিত্তিরেকে মানুষ কর্‌লুম......তার ছেলে নক্ষণকে মানুষ কর্‌লুম,....এখন নক্ষণের একটি ছেলে হ'লে মানুষ মুনুষ ক'রে দিয়ে যাই। সত্যি কিছু ছেরক্কাল থাক্‌বনা। তাই বলি ......বলি, তোমাদেরও তো ঐ পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি ক'রেই ছেলে হয়েছিল, তা বো'য়েদের বেলাও না হয় সেই যগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি নেই......রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায় .....ভালো ত্থাথায় কি গা, অ্যাঁ ?

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[নৃত্যশালা, সারি সারি পিতলের দীপ-বৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বল্‌ছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারিদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতী বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ-লেখা। পিল্লেয় পিল্লে-রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্দিকা নামক আসনে শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী আসীন। পাশে দুখানা আসন খালি রয়েছে। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্কবাহিনী। সামনে রক্ত-কম্বলাসনে বধূনাট্যের দল। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে।]

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, না, না, ...এবার বসন্তোৎসবে ও-রকম ধরণের গান-টান চল্‌বে না। ও ভালোবাসার পালা শুনে-শুনে ঝালাপালা হওয়া গেছে, অন্য কোনো পালা-টালা থাকে তো বলো।

প্রথমা ॥ ভালোবাসার গান ভালো লাগ্‌ছে না? প্রেমের পালা পছন্দ নয়? তবে ত মুস্কিল! আমাদের এলাকায় প্রীতি ছাড়া যে গীতই নেই। বধূ-নাট্যের ভিৎ হ'ল ভালোবাসার গানে।

দ্বিতীয়া ॥ সেইজন্যেই ত সারস্বতমণ্ডলী থেকে আমাদের কাউকে উপাধি দিয়েছে প্রীতিতীর্থ, কাউকে দিয়েছে যন্ত্র-রত্ন, কাউকে দিয়েছে সোহাগ-ভূষণ।

তৃতীয়া ॥ রোসো, রোসো !......আচ্ছা দেখুন, আপনারা প্রেমের ছাড়া আর কোনো পালা যদি শুন্‌তে চান, তবে আমার মামা মশায়ের তৈরি একটি নতুন পালা শোনাতে পারি। মামা মশাই আমার কবিও বটেন, আবার কবিরাজও বটেন। সেইজন্যে তিনি কবিত্বে এবং কবিরাজত্বে মিলিয়ে যে নাটকটি রচনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে 'আধি-ব্যাধি-ওষধি-চম্পূ'......তাতে গদ্যে-পদ্যে সমস্ত টোট্‌কা ওষুধের সঙ্গে আধি-ব্যাধির যুদ্ধের কথা পালার আকারে লেখা হয়েছে;......পালাটি জ্ঞাতব্য তথ্যে একেবারে টইটম্বুর......আজ্ঞে করেন তো......

মাণ্ডবী ॥ না, আমাদের ঘুঙ্‌ড়ি-কাশি হয়-নি, অন্য কিছু থাকে তো বলো......

তৃতীয়া ॥ আজ্ঞে, বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায় এ পালা পড়ে খুব......

মাণ্ডবী ॥ তা হোক্‌ বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায়ের বুলিতে ভালুক নাচ্‌তে পারে, মানুষে নাচে না।

চতুর্থী ॥ আজ্ঞে আমাদের পাড়ার তর্কচর্ব্বী মশায়ের তৈরি একটি মানুষের মতন পালা আমার মুখস্থ আছে; যদি শোনেন তো গাই......সেটি একটি দার্শনিক পালা......তার নাম হচ্ছে 'তত্ত্ব-তাণ্ডব' বা 'সর্ব্বতত্ত্ব-সংঘট্ট-ঘটোৎকচ্‌কচি'......এতে সর্ব্বতত্ত্বের সারমর্ম্ম নাট্যাকারে গ্রথিত করা হয়েছে। এতে বিশ্বতত্ত্ব, নিঃস্বতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, অলঙ্কার-

তত্ত্ব, স্বর্ণকার-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অশ্বতত্ত্ব, ডিম্বতত্ত্ব...

মাণ্ডবী ॥ ব্যস্, বাস্ ...তত্ত্বের গর্ত্তে জ্যান্তে কবর হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি! থামো, থামো .....

পঞ্চমী ॥ ওগো থামো না, জানি তোমার পালা পছন্দ হবে না! (এগিয়ে এসে) আচ্ছা, দেখুন, আপনাদের সদুপদেশ-পূর্ণ উপাদেয় পালা শুন্‌তে আপত্তি আছে কি?

মাণ্ডবী ॥ কত আর 'না, না' করা যায়......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আচ্ছা, শোনাও......(কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে পান নিলেন)

পঞ্চমী ॥ আমাদের এই পালাটির নাম "ভুবনের মাসী" বা "কর্ম্মদোষে কর্ণ-কর্ত্তন"; প্রস্তাবনাটা একটু শুনুন,—

(সুরে)

ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা, ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না—
সে মাসী সর্ব্বনাশী!

ক্রমে, কলাচুরি মূলোচুরি ক'রে বাড়ে
ভুবনের আস্কারা,

চোর হ'তে পাকা ডাকাত হ'ল সে
ব্যাব্‌সা মানুষ-মারা !

শেষে, ধরা পড়ে গেল বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসী,
হাউ হাউ কেঁদে লাড়ু মুড়ি বেঁধে,
ছুটে এল তার মাসী ।

তখন, মাসীরে ভুবন দেখে বলে "শোন্‌
কথা আছে কাণে কাণে,
আহা ! কাছে গেল মাসী বোন্‌পোর মনে
কী আছে কিছু না জানে !

জগৎ স্তব্ধ সহসা শব্দ
হইল কটাস্‌ ক'রে,
কেটে নেছে কাণ মাসীর ভুবন
ডাকাতে-দাঁতের জোরে !

ফাঁসীর কারণ মাসী কাঁদে, আর
উপদেশ পাই মোরা,
আস্কারা পেলে তস্কর হয়
রাস্কেল বোন্‌পোরা !

মাণ্ডবী ॥ ছ্যাখো বাপু, আমাদের চার বোনের মধ্যে কারো বোন্‌পো নেই, এ উপদেশ নিয়ে আমরা কি কর্‌ব? আচ্ছা এ কি তুমি নিজে লিখেছ?

পঞ্চমী ॥ আজ্ঞে, না, মৌলিকতার দাবী করি-নে, অন্যের রচনা নাট্যাকারে গ্রথিত করি।

মাণ্ডবী ॥ ভবিষ্যতে আর পরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ক'র না, ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নাঃ, ভেবেছিলুম বধূনাট্যের দলটাকে চাঙ্গা ক'রে, মেয়েদের দিয়ে শিল্পসাধনায় একটা নতুন মৌচাক্ সৃষ্টি কর্‌ব......কিন্তু ক্রমশঃ হতাশ হ'য়ে পড়্‌তে হচ্ছে......

ষষ্ঠী ॥ না, না, হতাশ হ'য়ে পড়্‌বেন না, ...আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি। আচ্ছা আরেকটি জিনিস আপনাদের শোনাই, ...এ পালা শুন্‌লে হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ পালায় আচারপরায়ণা আচার্য্যানীদের একটি বিশেষ বাণী বিঘোষিত হয়েছে, এটি আমাদের গার্হস্থ্য পবিত্রতার সনাতন সঙ্গীত,...... পালাটির নাম হচ্ছে শ্রীশ্রীগোবর-মঙ্গল! (অন্যান্য সভ্যাদের প্রতি) ধর্‌ না ভাই, সকলে মিলে শোনাই।

(গান)

জয় জয় শ্রীগোময়! গোলোকে বসতি হয়,
শুচি তুমি শুচিতার সেতু!

বৈকুণ্ঠের গোবরাটে গোবরিয়া পোকা হাঁটে
গায়ে তার গোময় যেহেতু !

বধূনাট্যের দল ॥ হায় রে, গায়ে তার গোময় যেহেতু !

ষষ্ঠী ॥ সৃষ্টি আগে বৃষরূপে ধর্ম্ম নাদিলেন চুপে
সেই নাদে সৃষ্টির পত্তন,
সংসার হইল তাই ষাঁড়ের গোবর ভাই
অকেজো অখদ্যে অকারণ !

বধূনাট্যের দল ॥ হায় রে, অকেজো অখদ্যে অকারণ !

ষষ্ঠী ॥ গোবর অমূল্য ধন ধরিলেন গোবর্ধন
নন্দের নন্দন নিজকরে ;
গোবরে যে ঘেন্না করে, গোভূতে তাহারে ধরে,
হয় সেই ল্যাজে ও গোবরে।

মাণ্ডবী ॥ বাস্, বাস্, আর গাইতে হবে না......থামো,......
এ যে দেখ্‌ছি......
উপদেশ-পুঁটুলির পুঁটিরাম কবি।
গড়েছে গোবর দিয়ে বাগ্‌দেবীর ছবি।

বধূনাট্যের দল ॥ (বিস্মিতভাবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌ল)

মাণ্ডবী ॥ এ সকৃড়ি-ঘরের পালা নাচঘরে কেন ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নাঃ জম্‌ছে না, জম্‌ছে না। (পিছন না ফিরে কাঁধের উপর দিয়ে পান নিয়ে)। কেন দিদি আজ জম্‌ছে না বল তো ?

মাণ্ডবী ॥ জম্‌বে কি ?—

বচনের বীণ্‌কার বীণ্‌কারী কই তার ?
মরমের তরফের তার বাজে কই ?
গরজের বাজ্‌না এ, খোঁজে শুধু খাজ্‌না এ,
ভালুকের নাচ্‌না এ, এতে রাজি নই।)

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নাঃ জম্‌ছে না, অন্য কোনো ভালো পালা নেই ?

প্রথমা ॥ আছে বই কি, ভালো ভালো পুরোণো পালা আছে, যেমন লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর, সমুদ্র-মন্থন, মাতৃকা-মঙ্গল বা কার্ত্তিকের জন্ম, রুরুর জয় বা পুরুষ-সাবিত্রী।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ এমন পালা নেই যাতে সব স্ত্রীলোক, ... পুরুষের নাম-গন্ধ নেই ?

দ্বিতীয়া ॥ আজ্ঞে, ...অভিনয় যারা করবে.....তারা সবাই স্ত্রীলোক, ...কিন্তু পালাতে পুরুষ আছে বই কি ; তবে, সে সব ভূমিকাও আমরাই গ্রহণ করব। মেয়েরা পুরুষ সাজ্‌বে।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না, না, আমি ও-রকম চাইছি-নে, ...ও-রকম চাই-নে, ...নাঃ জমছে না, জম্‌ছে না।

[নকুলিকার প্রবেশ]

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কই ? দিদি এলেন না ?

নকুলিকা ॥ না, তাঁর শরীর একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, তিনি আস্‌তে পারবেন না।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ শরীর অসুস্থ নয়, ...মনে সুখ নেই, ...তাই এলেন না, ...আমি বুঝেছি।

মাণ্ডবী ॥ উর্ম্মিলার কি হ'ল ?

নকুলিকা ॥ সীতাদেবী একলাটি আছেন, সেইজন্যে তিনি তার কাছে রয়েছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নাঃ আজকে আর জম্‌বে না, ... সব মাটি...... সকল রকমে মাটি......সব মাটি।

[প্রস্থান

মাণ্ডবী ॥ (ছোটো গলায়) নকুলিকা, শ্রুতির অবস্থা দেখ্‌লি ? ......ও বাইরে কারুকে জান্‌তে দিচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর মন কাঁদ্‌তে সুরু ক'রেছে।

নকুলিকা ॥ ওঁর একলার নয়, অনেকেরই মন কাঁদ্‌তে সুরু ক'রেছে। এই বসন্তকাল......চাঁদনী রাত......এমন রাতে একলাটি ; ......এক রকম ভালো......বসন্তে নিম্ব-ভোজন।

[মাণ্ডবী ও নকুলিকার প্রস্থান

প্রথমা ॥ আজ আমরা কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলুম, কে জানে, কারুকে খুসীও কর্‌তে পার্‌লুম না, নিজেরাও খুসী হওয়া গেল না।

দ্বিতীয়া ॥ রাজবধূদের প্রসন্ন হাসিটুকুও আজ পাওয়া গেল
প্রশংসা-ভিখারীর হাত-পাতাই সার। ......

তৃতীয়া ॥ সব ভিখারীরই এক দশা।

সকলে ॥ (গান)

(ও তুই) ব্যাকুল হ'য়ে বাড়ালি হাত দান পাবি বলি !
(দেখি) ফির্‌ল যে তে ন আপন বুকেই শূন্য অঞ্জলি !
(তোর) বাজ্‌ল সারং বিফল গানে,
(হায়) ধর্‌ল না রং কারু প্রাণে,
(শেষে) চোখের জলের বন্যা প্রবল রইল কেবলি !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পুষ্পবাটীকার অপর অংশ, দূরে কন্দর্প-মন্দির ছাখা যাচ্চে। মন্দিরের গায়ে চকাচকি, হংস-হংসী, ময়ুর-ময়ূরী, কপোত-কপোতীর আধ্-খোদাই নক্সা। পাশে ঝিল, ঝিলে ... ল দিয়ে সাজানো একখানা নৌকো। এদিকে মাধবী-লতা-জড়ানো ... ল গাছে একটা ফুল দিয়ে সাজানো দোলা ঝুল্‌ছে। মুকুলিকার পিছন পিছন বল্লরীকার প্রবেশ।]

বল্লরীকা ॥ স্বজনী ! শোজ্‌নে কুঁড়ি !

মুকুলিকা ॥ কি স্বজনী বড়াই-বুড়ী !

বল্লরীকা ॥ দেব গায় ফাগের গুঁড়ি !

মুকুলিকা ॥ ফক্কুড়ি ফের ? বটে ?... বটে ?

বল্লরীকা ॥ দিই না ছু'টি আজ কি চটে ?

মুকুলিকা ॥ দিস্‌'খুনি সেই সন্ধ্যেবেলা,
জম্‌বে যখন লোকের মেলা।
বলি হ্যাঁলা ! রকম কিলো ?

বল্লরীকা ॥ রকম কি আর ? দুঃসমাচার
হুতুম্-থুমোর হুম্‌কি এলো !

মুকুলিকা ॥ সে কি রকম ?

বল্লরীকা ॥ বন্ধ এবার বকম্-বকম্।

মুকুলিকা ॥ হেঁয়ালি রাখ্……বল্‌না খুলে !

বল্লরীকা ॥ দ্যাখ্‌না নিজের চক্ষু তুলে !
কুড়ুল নিয়ে আস্‌ছে কারা
অশোক বকুল শিরীষ পারুল
সব গাছেরই দফা সারা !

মুকুলিকা ॥ কাট্‌বে না তো দোলা-সমেত তমালটাকে ?

বল্লরীকা ॥ চল্ দেখিগে দাঁড়িয়ে ফাঁকে।

[অন্তরালে গমন

[মালিনী ও স্ত্রীবেশে মালীর প্রবেশ]

মালিনী ॥ শিগ্‌গীর সেরে নাও, এখুনি ছোটো কর্ত্রী এসে পড়্‌বে ……মুস্কিল হবে . …এই গাছটা …. এই গাছটা।

মালী ॥ তুইওতো আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি ……আজ পূজোর দিনে ……দেবতার চোখের সাম্‌নে…… জ্যান্ত গাছটাকে প্রাণে মার্‌ব ?……ছোটো কর্ত্রী তোকে বলেছে…. তুই কাট্‌না, আমার তো চাক্‌রী এম্‌নেও খসেছে, অম্‌নেও খসেছে।

মালিনী ॥ হ্যাঁগা আমি কি পারি ? … . আমি হলুম নারী.. … যাতে জোরের দরকার সে কাজ কি আমাদের দিয়ে হয় ?

মালী ॥ আ তোমার মুখে (জিভ কেটে) বেগুন ! …. ছোটো কর্ত্রীকে কাল সে কথা বলিস্‌-নি কেন ?… ওঁর কথায় আমি দেবতার গাছ কাটি……নিজের পায়ে কুড়ুল মারি,

......বলি দেবতার কোপে পড়ে শেষে এই বুড়ো বয়সে কি আবার বিয়ে করব নাকি ?

মালিনী ॥ তা হ'লই বা, বলে, ভাগ্যিমানের......আমরা মরি !

মালী ॥ তুই কি আমায় ভাগ্যিমানি ঠাওরালি র‍্যা ?

মালিনী ॥ পুরুষ মানুষ সবাই ভাগ্যিমান......ভাগ্যি ওদের ল্যাজে বাঁধা !

মালী ॥ না নাঃ, শেষে কি সত্যি তোকে হারাব ? কেন তুই সং সাজিয়ে এখানে নিয়ে এলি ?

মালিনী ॥ আহা, না কাটো, দুটো কোপ দিয়ে রাখনা, ছোটো কর্ত্রীর চোখে পড়ুক, কাজ দ্যাখানো নিয়ে বিষয় ।

মালী ॥ নাঃ, তোর সাহস থাকে তুই কাট্ ।

মালিনী ॥ আহা বড় কথাই বল্লেন, উনি দেবতার মন্দির ভয় রাখেন, আমি তো রাখি-নি !......আর, তোমার কাজ আমাকে কখনো সাজে !

মালী ॥ কেন ?..... তোমার সাজটা আমায় দিব্যি সাজ্‌ল, আর আমার কাজটা তোমায় সাজ্‌বে না ? না-হয় উড়ে-সুন্দরীদের মতন মালকোঁচা মারো !

মালিনী ॥ বচনের খোঁচা দিতে খুব মজ্‌বুত, কাজের বেলায় ঢু ঢু !

মালী ॥ ওরে ! আর কোঁচাও দিতে হবে না, খোঁচাও খেতে হবে না, এইবার সিধে চোঁচা দিই চ'......কারা আস্‌ছে......

মালিনী ॥ তা এলই বা,......চোঁচা দিতে যাব কেন ?

মালী ॥ তা নইলে এই চোঁচের মতন মোচের বাহার দেখ্‌লেই 'মুড়ো জেলে এখনি বোঁচা ক'রে ছেড়ে দেবে, ...দিই চোঁচা......আমা-হ'তে ও-কাজ আজ কিছুতেই হবে না।

মালিনী ॥ খবরদার, ঘোম্‌টা টেনে দাও ···· পালিয়ো না।

[বল্লরীকা ও মুকুলিকার প্রবেশ]

বল্লরীকা ॥ মালিনী, এ আবার কে লো ?

মালিনী ॥ ও নতুন মালিনী।

মুকুলিকা ॥ বাস্‌ রে !······এ যে বোম্বাই মালিনী !

মালিনী ॥ বোম্বাই কি ?......ও আমার সম্পর্কে (ঢোক গিলে) বোন্‌ হয়, ...দিদি।

বল্লরীকা ॥ দিদি কি লো, ····· মরদ মরদ ঠেক্‌ছে যে !

মালিনী ॥ তা' মেয়ে-ছেলেকে মরদের কাজ কর্‌তে হ'লে অমন একটু ঠেক্‌বে বই কি ; ..... ছোটো কর্ত্রীর হুকুম তো জান না, তা মেনে চল্‌লে, ক্রমে আমাদেরও গোঁফ বেরুবে।

মুকুলিকা॥ তা' হ্যাঁ ভাই, তোর দিদিকে মরদের কাজ কর্‌তে হয় কেন ?

মালিনী ॥ অ-মা !......তা জাননা ?......ওর যে হট্টমালার দেশে বিয়ে হয়েছে, ...সেখানে গাই-বলদে চষে কিনা, তাই।

বল্লরীকা॥ তা ভাই, আমরা মেয়েছেলে আমাদের দেখে তোর দিদি ঘোম্‌টা দিচ্ছে কেন ?

মালিনী॥ (নিরুত্তর)

মালী॥ (সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী) √

মুকুলিকা॥ ভাই বোম্বাই মালিনী, ঘোমটা খোলো, ...তোমায় দেখি,......ভাব করবে না ?......সে কি ভাই (ঘোমটায় টান দিয়ে)......ওঃ সাবাস্ ! বোম্বাই মালিনীর গোঁফ যে রে !

বল্লরীকা॥ মেয়ে-ছেলের গোঁফ কি লো ?......বলি হ্যাঁ মালিনী !

মালিনী॥ চুপ্ ! চুপ্ !......গোল করে কি বোন্ ? দিদি আমার লজ্জা পাবে ;......তা জান না, দিদির ঐ তো রোগ ! কত কবরেজ কত বদ্যি দেখ্‌লে......কিছুতেই কিছু হ'ল না।......তা' সেদিন ওদের গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল, সে একটি মাদুলি দিয়ে গেছে,...... মধুপূর্ণিমের দিন সরযূর জলে ডুব দিয়ে সেই মাদুলি ধারণ করলে নাকি ভালো হয় ; তাইতো আমার এখানে এসেছে, ...নইলে ওদের কিসের দুঃখু, ...বলে, গোয়াল-ভরা গাই, গোলা-ভরা ধান, গা-ভরা গয়না।— তা এখন চল্লুম ভাই, ...আজ আবার ক' দণ্ডের পর বুঝি পূর্ণিমে ছেড়ে যাবে, তার আগে নাইয়ে নিয়ে আসিগে, ...চল দিদি, চল, নাইবার জোগাড় দেখিগে।

[একদিকে মালী ও মালিনী আর
অন্যদিকে মুকুলিকা ও বল্লরীকার প্রস্থান

[সাজিতে ফুল নিয়ে জনকয়েক তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ চল্ ভাই, এইবেলা পূজো দিয়ে আসি!.. ...এখনি ভিড় হ'য়ে পড়্বে।

দ্বিতীয়া ॥ পুরুৎ এসেচে ?

তৃতীয়া ॥ এ পূজোয় আবার পুরুৎ কি ?......আমরাই পুরুৎ !

সকলে ॥ (গান)

আমায়, অশোক ফুলের রূপটি দাও !
মদন ! সদয় নেত্রে চাও !
মল্লিকারি মনোহরণ
মন্ত্র শিখাও, কিশোর-শরণ !
নীলোৎপলের কাজল দিয়ে দৃষ্টি ছাও !
আমের মুকুল আকুল আশা
সফল কর ভালোবাসা
অরুণ অরবিন্দ হিয়ায় রস ঘনাও !
মদন ! সদয়-নেত্রে চাও !

[মন্দিরের দিকে গমন

[একদিকে মুকুলিকা, বল্লরীকা আর অন্যদিকে নিপুণিকা ও তরঙ্গিকার প্রবেশ]

বল্লরীকা ॥ এই যে, লোক আস্তে সুরু হয়েছে।

নিপুণিকা ॥ ওলো, এর গায়ে দে, এর গায়ে দে, ……

মুকুলিকা ॥ আরে না, না, আমায় না……ছিঃ……দিলে? নেহাৎ দিলে……দাও……আল্‌কাৎরা-টাৎরা দিয়োনা কিন্তু……

সকলে ॥ (গান)

যদি, নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং ।
যদি ফাগুন লাগে
(প্রাণে ফাগুন লাগে)
তবে রঙীন ফাগে
সবে, রাঙাও সখী ! প্রাণে বাজাও সারং !

মুকুলিকা ॥ আরে বাস্ বাস্, ……হয়েছে……হয়েছে……সব রং এখনি খরচ ক'রে ফেল্লে যে……

তরঙ্গিকা ॥ রঙের অভাব কি ?……রাজবাড়ীর দৌলতে কাজ্‌লা দীঘি আজ এতক্ষণ আবীরের ঠেলায় লালদীঘি হ'য়ে উঠ্‌ল……

মুকুলিকা ॥ ঐ দ্যাখো……ওরা আবার কারা……

[কপোতিকা ও সুপর্ণিকার প্রবেশ]

তরঙ্গিকা ॥ এমন দিনে ধব্‌ধবে কাপড় প'রে বেরিয়েছ ?…… তোমাদের সাহস ত কম নয় ?……তোমরা কে গা ?……

কপোতিকা ॥ আমরা কপোত কপোতী......

মুকুলিকা ॥ তোমরা বোবা পায়রা নাকি ?

কপোতিকা ॥ শুন্‌বে—বকম্‌-বকম্‌ ?

(গান)

আমি তোরে খুব—খুব—
খুব ভালোবাসি লো বাসি !
দিয়ে তোরি রূপে ডুব,
অপরূপ স্বপনে ভাসি !
তনু হল ঘুম্‌ ঘুম্‌,—
মনোভব-কুঙ্কুম,—
অনুভবে রুম্‌ঝুম্‌ অধরে হাসি !

[উভয়ের মন্দিরের দিকে প্রস্থান

নিপুণিকা ॥ ওরে, ওদের গায়ে রং দেওয়া হ'ল না ? চলে গেল যে......

তরুণিকা ॥ ওদের পয়্‌ খারাপ হ'য়ে যাবে,......যাক্‌ গে......

নিপুণিকা ॥ আ-হা-হা-হা ফট্‌কা পায়রা ক'রে ছেড়ে দিতে হয় ; ......বাঃ ! আবার কারা আসে রে......

[কুসুমিকা ও ফুল্লরিকার প্রবেশ]

গলা-ধরাধরি ক'রে তোমরা আবার কেগো ?

কুসুমিকা ॥ আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল......

(গান)

আমরা দু'টি স্বর্গ লুটে মর্ত্ত ভরেছি !
অনুরাগের পরাগ পরিবর্ত্ত করেছি !
ফুটেছি এক বৃন্ত 'পরি,
বিভোল্ বাতাস উদাস্ করি,
পরিমলের আমরা পরী মূর্ত্তি ধরেছি !
পরস্পরে পরশ করি'
পরশ-মণির ক্ষোভ পাশরি,
জীবন-মরণ প্রেমের সাধন সর্ত্ত করেছি !

নিপুণিকা ॥ ওরে এদের ছাড়িস্-নি......দে, দে, ...রং দে......

কুসুমিকা ॥ ফুলের গায়ে আর রং দিয়ে কি হবে......আমরা অম্‌নিতেই রঙীন্......

[গাইতে গাইতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান

নিপুণিকা ॥ ওঃ ধূম লেগে গেছে······আবার কারা আস্‌ছে······ ওরে, মদনিকা মদন সেজেছে......হাতে ফুলের ধনুক......

[মদন-রতির বেশে মদনিকা ও আরাত্রিকার প্রবেশ]

তরঙ্গিকা ॥ মাথায় ফুলের মটুক······তোমরা কে গা ?......যেন চেন চেন কর্‌ছি······ তোমরা কে ভাই ?

মদনিকা ॥ যারা, কুসুম-শরে পাগল করে আমরা সেই

আরাত্রিকা ॥ মোদর, সকল কথা ব্যক্ত হবে সঙ্গীতেই....

উভয়ে ॥ (গান)

আমরা, কথা বলি শুধু বাঁশিতে !
করি কানাকানি মন-জানাজানি
মল্লিকা-ফুল-রাশিতে
অঙ্কুরে মোরা মুঞ্জরি,
নয়নে নয়নে গুঞ্জরি,
আমরা, নিখিল হিয়ায় হিন্দোলে দুলি
চির ভালোবাসা বাসিতে !
কুসুম ধনুর গুণ টেনে
মরণের বুকে বাণ হেনে
জীবনেরি জয় লিখে দিই নিতি
চামেলি চাঁদের হাসিতে !

নিপুণিকা ॥ রং দে······রং দে......

মদনিকা ॥ সাবধান ···বাণ মারব !

তরঙ্গিকা ॥ মারো......আজ বাণ খেতেই তো বেরিয়েছি।

সকলে ॥ মারো বাণ, করো মানা, তা ব'লে কি রং দেব না।

[হুড়োহুড়ি করতে করতে সকলের মন্দিরের দিকে প্রস্থান

[প্রজাপতির বেশে পতঙ্গিকার প্রবেশ]

পতঙ্গিকা ॥ (গান)

আমি, গোপনে এসেছি স্বপনে ভেসে !
পশেছি না জেনে ফুলেরি দেশে !
হেথা, চামেলি মালতী চাঁপারে দেখে
শেষে যে অশোকে গিয়েছি ঠেকে,
এঁকে গেছে বুকে ছবি নিমেষে,
কেমনে রহি রে ভালো না বেসে !
নীরবে নুয়েছি ছুঁয়েছি চুপে
ডুবেছি ডুবেছি ডুবেছি রূপে
ডুবে ভেসে গেছি সুরেরি রেশে
প্রাণেরি গানেরি তানেরি শেষে !

[মন্দিরের দিকে প্রস্থান

[মদনিকা, আরাত্রিকা, নিপুণিকা প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ]

নিপুণিকা ॥ ওরে এইবারে দে রং ····ওর পাকাটির বাণ ফুরিয়ে গেছে, তূণ খালি—

তরঙ্গিকা ॥ বাণ মেরে ভারি উস্তম্‌-ফুস্তম্‌ করা হয়েছে, না—রোসো—এই যে—এই যে—

সকলে ॥ (গান)

ও যে, সকল হিয়া বেঁধে কুসুম-শরে—
ওরে, সবাই মারো সই কাঁকন-করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহু পড়ুক ঝ'রে ঝ'রে ভুবন 'পরে।

[সকলের প্রস্থান

[শ্রুতকীর্ত্তি ও নকুলিকার প্রবেশ]

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আর বছর এই বসন্তোৎসবের দিনে, আকস্মিক আনন্দে, দিনের বেলাতেই অকাল-জ্যোৎস্নার ব্রত করেছিলুম ......তিমিধ্বজের পৌত্র নক্রধ্বজকে পরাস্ত ক'রে সেদিন ওরা হঠাৎ নগরে ফির্‌ল......ফের্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না......আর এবার······

নকুলিকা ॥ এবার সবাই মিলে অকাল বাদলের ব্রত কর্‌ছি...... হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেছে! ... ..উৎসবটা একেবারে অপৌরুষেয় হ'য়ে উঠেছে······পুরুষের নাম-গন্ধ নেই; ······ অর্দ্ধেক সম্রাটের সঙ্গে তপোবনে......অর্দ্ধেক কুমারদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ!······একলা মেয়েরাই এবার এক হাতে উৎসবের তালি বাজাবার চেষ্টায় আছে। ···ভালো কথা

শবরী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে......ওর হরিণ কি রাখা হবে?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ না, না, ও হরিণ ফিরিয়ে দে, ...ও আমার চাই-নে, ...ওর শিং নেই, কোনো বাহারই নেই......

নকুলিকা॥ মেয়ে-হরিণ আন্‌তে বলা হয়েছিল যে, মেয়ে-হরিণের শিং হয় বুঝি! .....ময়ূরটা? রাখ্‌ব?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ না, না, ও পেখম ধরে না, ন্যাড়া-বোঁচা, ... বিশ্রী......

নকুলিকা॥ মেয়ে-ময়ূর বুঝি পেখম ধরে?......কোকিলটা?...... ওটা থাক্ .....কি বল?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ তুই যে বল্‌ছিস্ ও ডাক্‌বে না, ...না ডাকে তো পুষে কি হবে?

নকুলিকা॥ মেয়ে-কোকিল কোনো পুরুষেও ডাক্‌বে না; কেবল ক্যার্ ক্যার্ কর্‌বে, কুহুধ্বনি ভুলেও কর্‌বে না।

শ্রুতকীর্ত্তি॥ তা তো আগে বলিস্-নি।

নকুলিকা॥ তুমি যে কোনো পুরুষ জানোয়ার পুষ্‌বে না...... তা' ব'লে কি করব?

শ্রুতকীর্ত্তি॥ যাক্‌গে, ...আচ্ছা তুই যে কি আন্‌তে দিয়েছিলি ......এনেছে?

নকুলিকা॥ হ্যাঁ এনেছে। একটি মেয়ে-গরু আন্‌তে দিয়েছিলুম, তা এনেছে, ...তোমার মেয়ে-ময়ূর পেখম ধর্‌বে না, মেয়ে-

কোকিল গান কর্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু আমার মেয়ে-গরু দিব্যি দুধ দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ যা তুই! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ছি, ছি, ওদিকের গাছগুলো কেটে বাগানটা বড় বিশ্রী দেখ্‌তে হয়েছে!

নকুলিকা ॥ তা' কি কর্‌বে বল! .....ব্যাকরণে গাছকে যে পুরুষ বলেছে; ......

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তুই যা' .. আর জ্বালাস্‌-নে!

নেপথ্যে ॥ (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী!
জয়! জয়! জয় দেবী! আক্রোজিনি!

নকুলিকা ॥ ঐ দেখ তোমার মনের মতন মিছিল বেরিয়েছে, যবনীরা ওদের মেয়ে-কন্দর্পকে নৌকোয় নিয়ে গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে।......ঐযে নৌকাখানার ঢাক্‌নি প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতন একবার ফাঁক হচ্ছে আর একবার বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে; ঐযে মেয়ে-কন্দর্প নৌকোর ভিতরে অঙ্গ ঢেলে আরাম কর্‌ছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আর মেয়ে-কন্দর্পে কাজ নেই,......চল্‌, আমাদের চিরকেলে কন্দর্পকে ফুল দিয়ে আসি।

নকুলিকা ॥ দর্প তা হ'লে টিঁকল না!

[প্রস্থান

[ঝিলে নৌকোয় গুণ টান্‌তে টান্‌তে যবনীদের প্রবেশ]

যবনীর দল ॥ (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী !
জয় ! জয় ! জয় দেবী আফ্রোজিনী ।
শুক্তির অঙ্কে সুপ্তিহরা !
তৃপ্তির গর্ভে তৃষ্ণা-ভরা !
যৌবন-ধাত্রী গো গৌরবিনী !
স্ফূর্তির যাত্রিনী আফ্রোজিনী !
দেবরাজ-পুত্রিকা মূর্ত্তপ্রীতি !
সুন্দরী ! শুকতারা ! আফ্রোদিতি !
চির-প্রেমপাত্রী গো সাম্মোহিনী !
মনোভব-মাতৃকা ! আফ্রোজিনী !

[প্রস্থান

[অন্য নৌকায় কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ এগিয়ে গেল……দাসীদের নৌকো এগিয়ে গেল !……
আস্পর্দ্ধা ! …..জোরে বাও …. জোরে বাও !

দ্বিতীয়া ॥ আজ উৎসবের দিন …..কন্দর্পের দরবারে সবাই সমান …. যাক্‌গে এগিয়ে … আভিজাত্যের দর্প আজ

কর্‌তে নেই ..চল্ না, দিব্যি আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে ......বাইতে বাইতে যাওয়া যাবে,......আমোদ নিয়ে কথা !

সকলে ॥ (গান)

যদি কুসুম শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদনা,
ও যে, ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা !
ও যে, দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল বায়ে
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা !

[বাইতে বাইতে প্রস্থান

[কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ এই, আজ দোল্ খেতে হবে......দোল্ খেতে হবে (দোলায় উঠে)......একটু দুলিয়ে দে না ভাই ..... আমি আবার তোর বেলায় দেব'খ্‌নি ; নে, না ।

দ্বিতীয়া ॥ আচ্ছা, নে, গান ধর .....

(গান)

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দুনিয়াতে আজ নতুন হাওয়া

দুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
শাখায় শাখায় আমের মুকুল,
পারুল, চাঁপা, অশোক, বকুল—
দুল্‌ছে দোদুল আকুল হাওয়ায়
ভোম্‌রা ফেরে পায় সেধে !
(আজ) কোকিল ডাকে নতুন স্বরে,
নতুন ফোটে নতুন ঝরে,
নতুন ছবি আঁখির 'পরে
জাগ্‌ল মোহন ফাঁদ ফেঁদে !

[প্রস্থান

[নকুলিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির পুনঃপ্রবেশ]

নকুলিকা ॥ (একহাতে তালি দেওয়ার ভঙ্গী ক'রে) বাঃ ! বাঃ ! বাঃ !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ নকুলিকা ! ও আবার কি ? তোর কি সবই অদ্ভুত ?

নকুলিকা ॥ একহাতে তালি দিয়ে একটু নতুন রকম ফুর্ত্তির চেষ্টায় আছি !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তা কখনো হয় ?......সব বিটকেল্......

নকুলিকা ॥ আজ কিন্তু দেখ্‌ছি সবাই ঐ চেষ্টাই কর্‌ছে !......এরা দেখেও শিখ্‌ছে না......ঠেকেও শিখ্‌ছে না......আমি

এই ঠেকে শিখ্‌লুম......দেখ্‌লুম একহাতে তালি-বাজানো সুবিধে হয় না।

(গান)

তালি বাজ্‌ল না সই, এক হাতে কই বাজ্‌ল না!
নাচ্‌তে গেলাম এক পায়ে, তাও সাজ্‌ল না!

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তুই বড় বাড়িয়েছিস্‌।

নকুলিকা ॥ (সুরে)

বল্‌ছে সবাই বাড়াবাড়ি
শুক-শারীতে আড়াআড়ি,
তেল ঢেলে আর ফল কি, বলো, রাধাই যখন নাচ্‌ল না।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাওয়া-মঞ্জিল, সময় অপরাহ্ণ, অন্যমনস্কভাবে উর্ম্মিলার প্রবেশ।]

নেপথ্যে ॥ (গান)

রইল না রে জীবন
এ আর রইল না!
যারি পরে ভরসা
শেষে সেই দেখি ভর্ সইল না!

না দেখি আর কূল পাথারে
শকতি যে নাই সাঁতারে,
ভেরে এল অঙ্গ
ভরা ডুব্‌ল বুঝি রইল না !

ঊর্ম্মিলা ॥ বিহঙ্গিকা ! বিহঙ্গিকা !......এ সঙ্গীত তুই কোথায় পেলি ...আমার কুণ্ঠিত অন্তরের অস্ফুট হাহাকার সুরের ইন্দ্রজালে কি ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌লি ! বিহঙ্গিকা !......কই বিহঙ্গিকা তো এখানে নেই !......কে গাইলে ?......বেলা প'ড়ে আস্‌ছে......পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝরা বকুলগুলো শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে,......আমার মনের ভিতরটাও অম্‌নি শুকিয়ে যাচ্ছে......ঠিক্ অম্‌নি কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে.. ...হুতাশের হাওয়া বইছে......আর যে পারছি না, আর যে সইছে না...... কি কল্লুম, ...কি হ'ল ; বিধাতা !......যে দুর্ব্বল...... তার পায়ে পায়ে অপরাধ......পদে পদে আতঙ্ক......সে কেবল কাঁদ্‌তেই জন্মেছে !

(চোক ঢেকে নীরবে ক্রন্দন)

[সীতার প্রবেশ]

সীতা ॥ ঊর্ম্মিলা !......ছি বোন্......শুধু শুধু চোখের জল ফেল্‌তে নেই......ওতে অমঙ্গলকে ডেকে আনা হয় ।..... দুর্দ্দিন আস্‌বার আগেই তুই যে আতঙ্কে শুকিয়ে যেতে বসেছিস্,

.....কপালে দীর্ঘ বিচ্ছেদ থাকে......তা কি তুই চোখের জল দিয়ে রদ কর্‌তে পার্‌বি ?

উর্ম্মিলা ॥ না দিদি, আমি তো কাঁদিনি......কে গান গাইছিল, ...সেই গান শুনে, মনটা কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল ; .....গানের সুর শুন্‌লে আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন আকুলি-বিকুলি কর্‌তে থাকে......চোখ্‌ ছল্‌-ছলিয়ে আসে ......ও কিছু নয় !

সীতা ॥ আমাকে ভোলাস্‌ নি, বোন্‌,..... ধূমকেতুর ধোঁয়ায় এখনো তোর মনটা ঘোলাটে হ'য়ে রয়েছে ! প্রাণের ভিতর যার কান্নার মেঘ থম্‌থমিয়ে আছে, গানের হাওয়ায় তারি বাদ্‌লা নামে। সহজ হ'য়ে নে..... সহজ হ'য়ে নে ;...... গ্রহ-তারা ফলের সূচক মাত্র..... ধূমকেতু বল্‌ছে তোমার আমার চল্‌বার পথে বিস্তর বিঘ্ন আছে !......কিন্তু সেই বিপদে যে ডুব্‌ব তা কে বল্‌লে ?......ধূমকেতু ব'লে গেল, বন্যা আস্‌বে, বাঁধের মাটি আল্‌গা, সাবধান ! এমন অবস্থায়, লোক বাঁধের গোড়ায় নতুন ক'রে মাটি ছ্যায়, না চোখের জল ঢেলে বন্যার আগেই বাঁধ ধ্বসিয়ে ছ্যায় ? ......কি করে ?......বল্‌ দেখি !

উর্ম্মিলা ॥ যার বাঁধ দেবার শক্তি আছে সে বাঁধ ছ্যায়, যার নেই সে কাঁদ্‌তেই বসে।

সীতা ॥ তোর শক্তি নেই কি ক'রে জান্‌লি ?

উর্ম্মিলা ॥ নিজের শক্তি নিজে জানিনে ?

সীতা ॥ না, জানিস্‌নে, ...তুই কেন,......কেউ জানে না,...... ঘাড়ে বোঝা না চাপ্‌লে ঘাড়ের যে কতটা জোর তা পরীক্ষা হয় না ; .....বিপদ ঘাড়ে এসে পড়্‌লে মানুষ অসাধ্য সাধন করে ;.... . মানুষের শক্তির সীমা নেই।

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী ॥ ছোটো কর্ত্রী আপনাদের কাছে নিবেদন কর্‌ছেন,...... কামরূপ থেকে একজন ভাণমতী এসেছে।

সীতা ॥ কোথায় ?

দাসী ॥ এই মেয়ে-মহলের অঙ্গনে।

সীতা ॥ চল্ উর্ম্মিলা ভাণমতীর খেলা দেখিগে।

উর্ম্মিলা ॥ চ—লো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[মেয়ে-মহলের অঙ্গন। দূরে দস্তুর প্রাচীর ; চারিদিকে বেলে-পাথরের ঘর ; সোনার জাল-আঁটা ঝরোকা ; নাগদন্তের ভর্‌নায় জালির বারাণ্ডা। সখীর দল ; সিংহ-পীঠিকায় মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি ; পাদপীঠিকায় বিহঙ্গিকা, কুরঙ্গিকা ; মাটিতে ভাণমতী। ভাণমতীর উবু খোঁপা, পরনে নীলাম্বরী, গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। এক হাতে আস্ত শাঁখের শাঁখা,

এক হাতে একটা গাছের শিকড় কঙ্কণের আকারে জড়ানো। এক কাণে কড়ি, আর-এক কাণে আধ্-কপালে সুপারি। হাতে ময়ূরপুচ্ছের চামর। সাম্‌নে একটা আধ-খোলা বেতের ঝাঁপি। একটা শূন্য খাঁচা ও একটা রঙীন হাঁড়ি।]

ভাণমতী॥ লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্, জলে জ্বালাই আগ্, লাগ ভেল্‌কি লাগ্! লাগ্ লাগ্ লাগ্!

(গান)

আস্‌মানে শিক্‌লি লট্‌কিয়ে দোল্ খাই,
গাছ রুয়ে সাঁজো ফল ফলাই,
শূন্যে পিঁজ্‌রাতে পাপিয়া ময়নায়
সির্‌জিয়ে হরেক বোল্ বলাই!

মাণ্ডবী॥ বটে! তবে তো খুব গুণিন্ দেখ্‌ছি!....আর কিছু দেখাতে পারো?

ভাণমতী॥ (গান)

কেউটিয়া গোখ্‌রো মুখ থেকে নিকলাই,
ইসারায় হয় মোর ফুল বিষ্টি!
নখের আয়নাতে দুনিয়াটা উজ্‌লাই,
মন্তরে তারা চাঁদ ছিষ্টি!

মাণ্ডবী ॥ তুমি নথ-দর্পণ জানো ?

ভাণমতী ॥ জানি কিছু-মিছু !

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আচ্ছা দেখাও।

[একদিক দিয়ে সীতা, ঊর্ম্মিলা ও অন্যদিক দিয়ে নকুলিকার প্রবেশ]

মাণ্ডবী ॥ এই যে, দিদি,......এস,......এখানে নথ-দর্পণ হচ্ছে।

সীতা ॥ (বস্‌তে বস্‌তে) ভাণমতীকে ডাকালে কে ? শ্রুতি বুঝি ? মেয়েদের সব কেরামতি এক দিনেই দেখে ফেল্‌তে হয় বুঝি ?

মাণ্ডবী ॥ না কেউ ডাকায়-নি,......আপনি জুটেছে !

ভাণমতী ॥

তিন তুড়ি তিন ফুঁক্ !
দিই কুক্ কাঁপে বুক
ধুক্‌পুক্......ধুক্‌পুক্ !
ঝক্ ঝক্ করে নথ !
এই দ্যাখ্ কার মুখ !

নকুলিকা ॥ দেখি ! দেখি ! বাঃ আশ্চর্য্য !......যুবরাজ রামচন্দ্র !

ভাণমতী ॥

দিই ফুঁক্ কাঁপে বুক !
ঝক্ ঝক্ করে নথ !
চেয়ে দ্যাখ্ কার মুখ !

সীতা॥ আশ্চর্য্য......দেবর লক্ষ্মণ !......বাঃ, চোখ না পাল্‌টাতেই বদ্‌লে গেল ! বাঃ······এ কে ?......বাঃ—এ যে দেবর ভরত !

উর্ম্মিলা। আবার বদ্‌লাচ্ছে......এবার শ্রুতি ভালো ক'রে ভ্যাখ্......কে !

মাণ্ডবী॥ এ বর......শ্রুতকীর্ত্তির !

সখীর দল॥ ভ্যাখোগো !······হ্যাঁগা......ওগো······অ ভাণমতী ! ......বলি থামো না,......সবাই মিলে......ওগো !

মাণ্ডবী॥ আহা সবাই মিলে কি কলরব হচ্ছে ?......আচ্ছা ভাণমতী, নখদর্পণে যাঁদের ভ্যাখালে, তাঁরা এখন······এই মুহুর্ত্তে কোথায় আছেন, কি কর্‌ছেন, তা তোমার বিছার বলে ভ্যাখাতে পারো ?

ভাণমতী॥ (হেসে) পারি কিছু কিছু ! ·····আয়, আয় চলে আয়, কে যায়, কে যায় ? পূবদিকে কে যায় ?... .. ঐরাবতে ইন্দির যায়... ..হাজার চক্ষে কট্‌মট্ চায়, চোখে দেখিস্, না, নখে দেখিস্ ?......নখেও দেখি, চোখেও দেখি !······ঠিক বল্‌ছিস্ তো ?····· হাঁ গুরু হাঁ,......ঠিক বল্‌ছি,......হাঁ তাই বল্, ...আর, না দেখিস্ তো চশ্‌মা নে,······মনের ছবি আস্‌মানে !······ইন্দির যায় ! ইন্দির যায় ! পূবদিকে আর কে যায় ?......বঙ্গ মগধের রাজা যায়......

"মাথাতে যার বরুণছত্র, সমুদ্র যার সেনা।
মীণাঙ্ক যার ঝাণ্ডা নিশান, কড়ির লেনা দেনা॥"

সকলে॥ চমৎকার! চমৎকার!

ভাণমতী॥ নাঃ পূবদিকে নেই! পশ্চিম দিকে কে যায়? মকর-বাহন বরুণ যায়! অথই জলে দিক ভোলায়! সাঁতার জলে ফুল ছড়ায়! পাথার জলে জাল জড়ায়। আর কে যায়......সিন্ধু-সুরাটের রাজা যায়,

ঘোড়ায় চ'ড়ে হেলার ভরে,
সিংহ হাতী শিকার করে।
শূলের আগায় হুনের মাথা
শকের সকল দর্প হরে॥

চোখে দেখ্‌ছি না নখে দেখ্‌ছি?......নখের কল্যাণে চোখেই দেখ্‌ছি!

সকলে॥ আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

ভাণমতী॥ নাঃ এদিকেও নেই!... ..দক্ষিণদিকে কে যায়?...... মহিষবাহন যম যায়! যমের ভাই নিয়ম যায়......যমদূতেরা চোখ পাকায়!......আর কে যায়, লঙ্কার রাজা রাবণ যায়......

"বড়বা-মুখ যজ্ঞকুণ্ডে
শত্রুমুণ্ড দ্যায় আহুতি।

দশটা মাথা, বিশটা ফন্দী,
লাখের উপর নাতি পুতি ॥"

সকলে ॥ এই রাবণ !······ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! .....কি ভীষণ !

ভাণমতী ॥ নাঃ এদিকেও নেই !····· বাকী আছে উত্তর,...... উত্তর দাও উত্তর দিক ! যা' দেখাবে ঠিক্ ঠিক্ ! উত্তর দিকে কে যায় ? .....মানুষের কাঁধে কুবের যায়, সোনার গুঁড়ো উড়িয়ে যায় !... ..সোনার কুমড়ো গড়িয়ে যায় ! ......আর কে যায়, সিদ্ধপুরের রাজা যায়,......

"সোনাপোকার পেট টিপে যে
বার ক'রে খ্যায় সোনা।
ধ্বজাতে যার সপ্তচামর
হাওয়ায় আনাগোনা ॥"

নাঃ এদিকেও নেই !

সকলে ॥ (সভয়ে) সে কি !......

মাণ্ডবী ॥ সেকি ?......কোথাও নেই কি ? ভালো ক'রে ছ্যাখ ......ভালো ক'রে ছ্যাখ !

ভাণমতী ॥ নখেও দেখ্‌লুম, চোখেও দেখ্‌লুম, লোকেও দেখ্‌লে, আমিও দেখ্‌লুম, সিদ্ধপুরে নেই, যম-কোটিতে নেই, লঙ্কায় নেই, কোথাও নেই !......বায়ুকোণে বায়ু বল্‌লেন ওড়াই-নি,... ..অগ্নিকোণে অগ্নি বল্‌লেন পোড়াইনি ; ঈশানের জট খালি, নৈর্ঋতের কোল খালি !

শ্রুতকীর্তি ॥ কী বক্‌ছ .....ভালো ক'রে ছাখ—

ভাণমতী ॥ ফের তুড়ি ফের ফুঁক !

ধুক্‌পুক্—ধুক্‌পুক্ ॥

নয়, তিন, তিন এক ।

দূরে নেই কাছে ছাখ্ ॥

পায়ের তলায় চাতাল দেখি, চাতালের তলে পাতাল দেখি !

পাতালে দেখি বাসুকি ।

সুধার ভাণ্ড কোলে ক'রে

নাগ বাসুকী অসুখী ॥

হাজার মাথা নেড়ে বল্‌ছেন, হেথায় নেই, হেথায় নেই, হেথায় নেই !......তবে কোথায় ?

নয়ে তিন তিনে এক,

মাথার উপর চেয়ে ছাখ্;

মাথার উপর কি দেখি ? অরুণ-রথে সূর্য্যিকে দেখি ।— সূর্য্যি মামা, সূর্য্যি মামা, মাথা খাও ! সূর্য্যি বংশের চূড়ো দেখাও !

সূর্য্যি বল্লেন ইশারায়,

ইশারায় দিশা পাই !

কি দেখিরে কি দেখি,

সূর্য্যি-বংশের চার চূড়ো চার ভাইকে দেখি !

—সরযূর তীরে সব্বাইকে দেখি,—কিন্তু—

চার জনকেই ঘেরাও ক'রে,
দিচ্ছে হাঁকার বুনোর দল !
কোশল রাজ্য উঠ্ছে কেঁপে,
এমনি বিষম কোলাহল ।

মাণ্ডবী ॥ ভাণমতী ! এ তোমার কী ভাণ ?

ভাণমতী ॥ (নিজের মনে) চোখে দেখিস্ ?······না নখে দেখিস্ ? ......গুরুর দয়ায় চোখেও দেখি, নখেও দেখি,......ঠিক দেখ্ছিস্ ? হাঁ গুরু—হাঁ ! গুরু বল্ছেন, না দেখিস্ তো চস্মা নে······মনের ছবি আস্মানে ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ একে ছেড়ো না !······নকুলিকা !......যবনী শাস্ত্রীকে ডাক্,······এ বোধ হয়······বুনোদের চর,······শত্রুর চর, আমি আস্ছি......ছেড়ো না !······

ভাণমতী ॥ (অট্টহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

[হাসির ধমকে সকলে চোখে অন্ধকার দেখ্তে লাগল ; সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল, এই সুযোগে ভাণমতীর প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রাসাদ শিখর ; শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরা-গুম্বজ ; চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলস। শবরীর দেওয়া পায়রা বুকের ভিতর ক'রে নিয়ে শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ।]

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ হাজার হাজার পাহাড়ী নগরের দিকে আস্‌ছে,...... সরযূর জল তোলপাড় ক'রে আস্‌ছে,......কী সর্ব্বনাশ! ......নগরে সৈন্য নেই,......সেনাপতি যুবরাজদের সঙ্গে, ...কী কর্‌ব?......মন্ত্রী-পরিষদে খবর দেব? তারা কি খবর পায়-নি?......চরেরা খবর দ্যায়-নি?...... কী কর্‌ব?......সর্ব্বনাশ হ'ল! .... দুর্গ-রক্ষার কোনো আয়োজন নেই, ... কোনো বন্দোবস্ত নেই,......যবনী-শাস্ত্রীদের খবর দেব? .... দুর্গে চার-পাঁচ শো মেয়ে আছে ......তাদের সবাইকে হাতিয়ার দেব?......দুর্গের দরজা বন্ধ ক'রে লড়াই কর্‌ব?......কিন্তু এঁদের চার ভাইকে যে পাহাড়ীরা ঘেরাও করেছে! হয়তো বন্দী করেছে; ......যুদ্ধ কর্‌লে এঁদের যদি অনিষ্ট করে? বর্ব্বরগুলো যদি প্রাণের হানি ঘটায়?......কী কর্‌ব?......আর ভাব্‌তে পারি-নে......ভাব্‌বার সময় নেই......আংটি বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দিই!......পায়রা ঠিক্ পৌঁছোবে তো!

পায়রা পরখ ক'রে নিই-নি,····· শবরী ঠকায়-নি তো?

......ভাব্‌বার সময় নেই......

(পায়রা উড়িয়ে দিলেন)

যাচ্ছে......যাচ্ছে······ঐদিকেই যাচ্ছে!

(ব্যগ্রভাবে পায়রার গতি নিরীক্ষণ)

[নকুলিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ বাঃ! সাবাস্‌!......পায়রা পাঠানো হচ্ছে?...... এই বুঝি প্রতিজ্ঞা?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ থাম্‌ তুই নকুলিকা!······বিপদের সময় বিদ্রূপ ভালো লাগে না।

নকুলিকা ॥ বিপদ!......কিসের বিপদ!

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ দেখ্‌ছিস্‌-নে?......পঙ্গপালের মতন আস্‌ছে,...... নগর অরক্ষিত,......দেখ্‌ছিস্‌-নে?

নকুলিকা ॥ তুমি পাগল!......সে ভাব্‌না তোমার কেন? যারা রাজ্যের কর্ণধার, তারা কি ভাব্‌ছ, সত্যিই স্ত্রীলোকের হাতে দুর্গ সঁপে নিশ্চিন্ত আছে?......কঞ্চুকের জায়গায় কঞ্চুলিকা বাহাল করেছে?......তুমি ভুল বুঝেছ;...... রজ্জুতে তোমার সর্পভ্রম হয়েছে;......পাহাড়ীরা দুর্গ লুঠ কর্‌তে আস্‌ছে না,......তুষার-প্লাবনে গরীবদের সর্ব্বস্ব গেছে ......তাই আশ্রয়ের ভিখারী হ'য়ে ওরা দিগ্বিদিকে বেরিয়ে

পড়েছে, ··পথে যুবরাজদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,... তাঁদের কাছে দুঃখ জানাতে,......আশ্রয় দেবেন ব'লে আশ্বাস দিয়ে, তাঁরাই ওদের সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছেন। ঐ ছাখো, সূর্য্যবংশের চার চূড়োর চারখানা রথের চূড়োতেই সগৌরবে নিশান উড়্‌ছে।······

শ্রুতকীর্ত্তি॥ তুই এত খবর কোথায় পেলি ?

নকুলিকা॥ নগরের দরজায় পাহাড়ীর দঙ্গল দেখে পাছে নগরের লোক ভয় পায়, তাই তাদের আতঙ্ক নিবারণের জন্যে মন্ত্রী-পরিষদ এইমাত্র ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন ;......সেই খবরই তোমায় দিতে আস্‌ছিলুম ; আস্‌তে আস্‌তে দেখি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ-যন্ত্রণা সইতে না পেরে......কাব্যের নায়িকার মতন, সখী আমাদের কপোত-দূত প্রেরণে ব্যস্ত !

শ্রুতকীর্ত্তি॥ আমি কি পায়রা পাঠাতুম,······ভাণমতীর ভড়ংভে কথায় আর বর্ব্বরদের ভিড় দেখে মনে হ'ল,······হয়তো ওরা বিপদে পড়েছে !......তা ওরা সোজাসুজি দুর্গে না এসে সরযুর তীরে কি কর্‌ছে ?

নকুলিকা॥ তোমরা না ডাক্‌লে ওঁরা দুর্গে ফির্‌বেন না, বলেছিলেন, বোধ হয়, সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌ছে হচ্ছে। ......এইবার আস্‌বেন······তোমার কপোত-দূত পৌঁছলেই আস্‌বেন।

শ্রুতকীর্ত্তি॥ হার হ'ল নকুলিকা, আমাদেরি হার হ'ল !

নকুলিকা ॥ (হেসে) হারটাকে যদি জিৎ ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি ?……কি উপহার দেবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ (সাগ্রহে) যা চাস্ !

নকুলিকা ॥ আচ্ছা, এই কথাতো ?……তবে শোনো……একে একে সব বলি, প্রথম কথা, তোমার পায়রা যে রাজকুমারের কাছে ঠিক পৌছবে……তা কি ক'রে তুমি জান্‌লে ?……শবরী যদি ঠকিয়ে থাকে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ আমিও একটু আগে সে কথা ভাব্‌ছিলুম ।

নকুলিকা ॥ ভেবে কি ঠাওরালে ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ কিছু নাঃ ।

নকুলিকা ॥ পায়রা পৌছবে ।……

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ বলিস্ কি ?……তা হ'লে……

নকুলিকা ॥ পৌছবে,……তার কারণ, তুমি পায়রা যাঁর কাছে পাঠিয়েছ, শবরীর মারফতে পায়রাটি তিনিই পাঠিয়েছিলেন ।……ও চিঠি-বাজ পায়রা, ঠিক পৌছবে !……আরও খবর আছে, ভাণমতীও তাঁরই চর ।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ সব বুঝেছি,…… তা হ'লে কৌশলে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছে, ছলে হার মানিয়েছে !

নকুলিকা ॥ অবলা ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে বলপ্রকাশ করেনি, কৌশলে হার মানিয়েছে,……তুমি এ পরাজয়কে পরাজয় বলে [illegible]র কর ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ না !

নকুলিকা ॥ (হাত পেতে) বক্‌শিস্ !······প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।
··· যা বলেছিলুম প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ তুই সব জান্‌তিস্ ?

নকুলিকা ॥ না ঠিক জান্‌তুম না,······খানিকটা আন্দাজ······
খানিকটা জানা······

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ অথচ আমায় বলিস্-নি,······উপহার দেব তোমায় ?
উপহার দেব না প্রহার দেব······

[সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ]

সীতা ॥ শ্রুতি, খবর পেয়েছিস্ ?

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ পেয়েছি।

মাণ্ডবী ॥ শুধু মন্ত্রী-পরিষদের ঘোষণা নয়, আরো খবর আছে······

সীতা ॥ মহাদেবী সুমিত্রার কাছে এইমাত্র পত্র এসেছে······
সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রম থেকে নগরের দিকে যাত্রা ক'রেছেন,
······আজই রাত্রে পৌঁছবেন।

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ অ !

মাণ্ডবী ॥ অ !······খবরটায় পেট ভর্‌ল না,······তবে ছাখ্,······
সম্রাটের চিঠি······(চিঠি দিলেন)······এইখানটা পড়ে
ছাখ্······

শ্রুতকীর্ত্তি ॥ (পাঠ) পরে মহর্ষি বলিলেন, যে, যে পাপের বাল্মীকি নিষাদকে অভিসম্পাৎ দিয়াছিলেন, ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপের ভাগী হইতে বসিয়াছি। সময় থাকিতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অতএব শ্রীমান্ ও শ্রীমতী বধূ-মাতাদের গ্রহ-শান্তির জন্য পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, মদন-মহোৎসবের রাত্রে তাহা রহিত করিতে চাই। বিরহ-দুঃখ উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর ভোগ করিয়াছেন। অলম্ অতি বিস্তরেণ। ফল হইবার হয় উহাতেই হইবে। ইতি .....

মাণ্ডবী ॥ ওঃ! একটা দিনের মধ্যে .....কত কাণ্ড, কত বিভ্রাট, ...কী ভুলক্লাম!... ...কিন্তু শ্রুতি! .. তুই মাঝে থেকে কি কাণ্ড কর্‌লি বল দেখি!

সীতা ॥ সে কথা আর তুলিস্-নি, বোন,...

উর্ম্মিলা ॥ যেতে দাও......যেতে দাও......ছেলে মানুষ......

নকুলিকা ॥ ও কিছু নয়,......একে এই দারুণ গরম......তার ওপর নতুন বিরহ, .. তার ওপর ধূপের ধোঁয়া...... একেবারে ত্রেস্পর্শ!......এতে মাথাটা একটু বেঠিক হবারই কথা। ঠিক থাকাই বিচিত্র।

সকলে ॥ ও কিছু নয়......ও কিছু নয়......

[নীচের তলায় শঙ্খ, ঝারি, চন্দন-মালা প্রভৃতি
নিয়ে সখীর দলের প্রবেশ]

সখীর দল ॥ (গান)

কিছু নয়, ধূপের ধোঁয়ায় হঠাৎ কেমন
মাথাটা গেছ্‌ল ধ'রে !
মনে হয়, স্বপ্ন যেন চক্ষু মেলে
দেখেছি দিন দু'পরে !
কলহ দম্পতীর এই, দোষ কিছু নেই,
সবারি ঘটে এমন,
বিরহ বিদ্রোহী হয়, জ্বলে হৃদয়,
গোপনে গলে নয়ন !
খেয়ালে দেয়াল তুলে মনের ভুলে
মিছে রই মুখ ফিরায়ে,
শেষে ঠিক মেঘ কেটে যায়, চাঁদ হেসে চায়
নীরবে মন ভিড়ায়ে !

ধূপের ধোঁয়ায়

শারীশুক পুরুষ নারী দুই দোঁহারি

আড়াআড়ি মোহের ঘোরে,

হ'য়ে রয় হাসির কথা দ্বন্দ্ব-ব্যথা

চোখের জলে মুক্তা কোরে ॥

যবনিকা